কল্পনায় জান্নাত

[কবিতা গ্রন্থ]

শায়েখ আব্দুল্লাহ আল মুনীর

প্রথম প্রকাশ:

জ্বিলক্বদ-১৪৩৭ হিজরী

আগস্ট-২০১৬ ইংরেজী

প্রিন্টিং ও বাঁধাই

মুসলিম প্রিন্টার্স

দর্শনা, চুয়াডাঙ্গা।

মোবাঃ ০১৯৩১-৪৪১২১৪

মূল্যঃ ৮০ টাকা।

সূচীপত্র

ভূমিকা

মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

নেককার লোকদের জন্য চোখ জুড়ানো কি জিনিস লুকিয়ে রাখা হয়েছে কোনো মানুষ তা জানে না। [সাজদা/১৭]

হাদীসে কুদসীতে এসেছে আল্লাহ ﷻ বলেন,

أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لاَ عَيْنٌ رَأَتْ، وَلاَ أُذُنٌ سَمِعَتْ، وَلاَ خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

আমি আমার নেককার বান্দাদের জন্য এমন সব জিনিস প্রস্তুত রেখেছি যা কোনো মানুষ চোখে দেখেনি, কানেও শোনেনি, এমনকি অন্তরে কল্পণাও করে নি। [বুখারী ও মুসলিম]

সহীহ মুসলিমের একটি হাদীসে এসেছে, মহান আল্লাহ ﷻ সর্বনিম্ন জান্নাতীকে বলবেন, তুমি যা ইচ্ছা কামনা করো। অতএব সে মনে যা আসে তা কামনা করবে। শেষে আল্লাহ ﷻ বলবেন, তোমার চাওয়া কি শেষ হয়েছে। সে বলবে, হ্যাঁ আমার সব চাওয়া শেষ হয়ে গেছে। তখন আল্লাহ ﷻ বলবেন,

فَإِنَّ لَكَ مَا تَمَنَّيْتَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ

তুমি যা চেয়েছো তার দ্বিগুন দেওয়া হলো।

এর মাধ্যমে এক কথায় এটাই বোঝা যায় যে, দুনিয়াতে বসে একজন মানুষ যত সুখ শান্তির কথা ভাবতে পারে বা কল্পণা করতে পারে সেগুলো তো জান্নাতে থাকবেই এমনকি মানুষের চিন্তা-চেতনার মধ্যে কখনও জাগ্রত হয় না এমন বিষয়ও সেখানে থাকবে। আর এই অজানা বিষয়ের সংখ্যাই যে বেশি সেটা নিঃসন্দেহে বলা যায়। অতএব জান্নাতকে বুঝতে হলে নিজের চোখের সামনের স্বাভাবিক বিষয়াবলির উপর চিন্তা করাটাই যথেষ্ট নয়। বরং নিজের কল্পণা শক্তিকে ব্যবহার করে যত বেশি সুখের চিত্র মনের পর্দায় ভাসানো যায় জান্নাতের নেয়ামতকে ততটাই বেশি চেনা যাবে। এ কারণে সকলের উচিৎ জান্নাতের জীবন নিয়ে বেশি বেশি চিন্তা করা এবং কল্পণায় সে জীবনের চিত্র অঙ্কন করা।

মানুষের কল্পনা শক্তি সম্ভবত সর্বাপেক্ষা বেশি কাজ করে সাহিত্যে রচনার সময়। সেটাও আবার গদ্যের চেয়ে পদ্যের ক্ষেত্রে বহুলাংশে বেশি। এ দিকে লক্ষ্য রেখেই বিজ্ঞ আলেম ওলামারা জান্নাত নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছেন। তাদের মধ্যে ইবনুল

কায়্যিম ﷺ এর কবিতাটি অত্যন্ত প্রশিদ্ধ। আল্লাহ পাকের দয়ায় আমি নিজেও পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে জান্নাতের বর্ণনা দিয়ে একটি কবিতাগ্রন্থ লিখেছি। যার নাম দিয়েছি **‘কবিতায় জান্নাত’**। সেখানে জান্নাত সম্পর্কে কুরান হাদীসে যা কিছু বলা হয়েছে দলীল প্রমাণ সহ সেসব বিষয়ের আলোচনা করা হয়েছে। তবে জান্নাত নিয়ে যতই ভাবি ততই লিখতে ইচ্ছা হয়। পূর্বে এটাও বলেছি যে, জান্নাত নিয়ে কল্পনা করা দোষের কিছু নয়। যেহেতু মানুষ যা কল্পনা করবে তার সবই জান্নাতে থাকবে বরং তার চেয়ে ঢের বেশি থাকবে। স্বয়ং সাহাবায়ে কিরাম ﵃ আখিরাতের বিষয় নিয়ে সব সময় কল্পণা করতেন।

হারিছ ইবনে মালিক ﵁ একদিন রসুলুল্লাহ ﷺ এর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। রসুলুল্লাহ ﷺ তাকে প্রশ্ন করেন, হে হারিছ সময় কেমন কাটছে? তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসুল, মু’মিন অবস্থায় সময় কাটছে। রসুলুল্লাহ ﷺ বিষয়টির ব্যাখ্যা জানার জন্য প্রশ্ন করলে হারিছ ﵁ যে উত্তর দিয়েছিলেন তার একটি অংশ নিম্নরুপ।

وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى عَرْشِ رَبِّي بَارِزًا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ الْجَنَّةِ يَتَزَاوَرُونَ فِيهَا، وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى أَهْلِ النَّارِ يَتَضَاغَوْنَ فِيهَا

আমি এমনভাবে সময় কাটায় যেনো আল্লাহ পাকের আরশ আমার চোখের সামনে দৃশ্যমান এবং আমি যেনো দেখতে পাচ্ছি জান্নাতীরা জান্নাতে ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছে আর জাহান্নামীরা জাহান্নামের মধ্যে (যন্ত্রনায়) ছটফট করছে।

তার উত্তর শুনে রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, (يَا حَارِثُ عَرَفْتَ فَالْزَمْ) হে হারিছ তুমি সত্যিই বিষয়টি আয়ত্ব করতে পেরেছো। অতএব, টিকে থাকো। [মু'জামে কাবীর]

এ থেকে বোঝা যায় জান্নাত বা জাহান্নামের জীবন নিয়ে কল্পণা করা অতি উঁচু স্তরের কাজ। তাই কেবল দলীল প্রমাণ নয় বরং তার সাথে নিজের মনের কল্পনাকে মিশিয়ে রঙ চুন করে কিছু কবিতা লিখলাম। এই গ্রন্থে সেগুলোকে একত্রিত করে নাম দিলাম **'কল্পনায় জান্নাত'।** কবিতাগুলো অবশ্য নিছকই কল্পণা নয়। প্রতিটি কবিতা কোনো না কোনো আয়াত বা হাদীসের সূত্র ধরে লেখা হয়েছে। প্রতিটি কবিতার শুরুতে ভূমিকা আকারে সংক্ষেপে সেসব আয়াত ও হাদিস উল্লেখ করেছি। আশা করি 'কবিতায় জান্নাত' বইটি যাদের ভাল লেগেছে 'কল্পনায় জান্নাত' বইটিও তাদের ভাল লাগবে।

আমি মূলত এই সব কবিতার মাধ্যমে জান্নাতের জীবনকে

চিত্রায়িত করার চেষ্টা করেছি। যাতে মানুষের মনে সেই জগৎ সম্পর্কে আগ্রহের সৃষ্টি হয়। সত্যিই যদি এসব কবিতা পড়ে কারও মনে জান্নাতের জীবন সম্পর্কে সামান্যও আগ্রহ সৃষ্টি হয় তবে আমি আমার চেষ্টাকে সার্থক মনে করবো। আল্লাহ যেনো আমাদের সবাইকে জান্নাতে যাওয়ার তৌফিক প্রদান করেন। আমীন।



শেষ বিচার

রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, (لَنْ يُدْخِلَ أَحَدًا عَمَلُهُ الجَنَّةَ) "কেউ তার আমলের মাধ্যমে জান্নাত লাভ করতে পারবে না।" প্রশ্ন করা হলো, আপনিও নন? তিনি বললেন, (وَلا أَنَا، إِلَّا أَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللَّهُ بِمَغْفِرَةٍ وَرَحْمَةٍ) "আমিও নই। যদি না আল্লাহ তার ক্ষমা ও দয়া দ্বারা আমাকে রক্ষা করেন। [বুখারী ও মুসলিম]

ছোটকালে একটা গল্প শুনেছিলাম। কোনো একজন ব্যক্তি ছোট কাল থেকে ইবাদত করতো। রোজ হাশরে আল্লাহ তাকে প্রশ্ন করেন তুমি জান্নাতী না জাহান্নামী? সে দ্রুত বলে ওঠে, জান্নাতী। আল্লাহ বলেন, কি কারণে তুমি জান্নাতের দাবী করতে পারো? সে বলে, আমি সারা জীবন যে আমল করেছি তার বিনিময়ে। আল্লাহ বলেন, ঐ যে দেখো জান্নাত। যাও, সেখানে প্রবেশ করো। সে দিকে লক্ষ্য করে হাটতে হাটতে লোকটি পিপাসার্ত হয়ে গেলো। তখন দেখতে পেলো কেউ একজন হাতে গ্লাস নিয়ে দাড়িয়ে আছে। সে বলল, আমাকে পানি দাও। লোকটি বলল, পানি দিতে পারি তবে তার দাম দিতে হবে। এখানে তো টাকা পয়সার কারবার নেই। এখানে সওয়াবের বিনিময়ে পানি কিনতে হবে। সারা জীবন আমল করে তুমি যে সওয়াব হাসিল করেছো তা আমাকে দিয়ে দিলে আমি তোমাকে পানি দেবো। লোকটি প্রথমে রাজি হয় না। সামনে হাটতে থাকে। কিন্তু আরও কিছুদুর যাওয়ার পর আর পারে না। শেষে নিজের সারা

জীবনের সকল আমলের বিনিয়মে এক গ্লাস পানি খেয়ে ফেলে। এরপর সে জান্নাতের দরজায় পৌঁছে যায়। সেখানে গিয়ে দেখে জান্নাত তালাবদ্ধ। ফিরে এসে আল্লাহর নিকট সব বলতেই তিনি বলেন, তুমি যে জিনিসের বিনিময়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে চেয়েছিলে সেটা তো শেষ হয়ে গেছে। এক গ্লাস পানির বিনিময়ে তুমি তোমার সব আমল দান করে দিয়েছো। তুমি যা আমল করেছো তা এক গ্লাস পানির যোগ্যও নয়। তাহলে তার বিনিময়ে জান্নাতের আশা করো কিভাবে! তাছাড়া দুনিয়াতে আমি তোমাকে কত গ্লাস পানি পান করিয়েছি তার কি হিসেব আছে? তোমার আমলের প্রতিদান কি তাতেই শেষ হয়ে যায় নি?

পরে হাদিস গ্রন্থে খুঁজে দেখেছি। গল্পটা হুবহু এভাবে কোথাও পায়নি। তবে মুস্তাদরাকে হাকিমে এই ঘটনার কাছাকাছি একটা বর্ণনা রয়েছে। ইমাম আজ-জাহাবী হাদীসটির সনদের ব্যাপারে আপত্তি করলেও হাকিম ﵀ সেটাকে সহীহ বলেছেন। তাছাড়া ইবনুল কায়্যিম ﵁ হাদীসটি উল্লেখ করে বলেন, (والإسناد صحيح ومعناه صحيح لا ريب فيه) এর সনদ সহীহ আর এর অর্থ যে সহীহ সে বিষয়ে তো কোনো সন্দেহই করা চলে না। [শিফাউল আলীল]

এরপর তিনি ঐ হাদিসটি উল্লেখ করেন যেখানে বলা হয়েছে আমলের বিনিময়ে কেউ নাজাত পাবে না।

যাই হোক, যদি ধরেও নিই কাহিনীটা সত্য নয় তবু এর শিক্ষাটা

সম্পূর্ণ সঠিক। যেমনটি ইবনুল কায়্যিম ﷫ বলেছেন। আল্লাহর রহমত ছাড়া কেবল নিজের আমলের বিনিময়ে জান্নাতের আশা করা যে বাতুলতা তা সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত। একজন মানুষ যত আমলই করুক সেটা আল্লাহ দুনিয়াতে তাকে যেসব নেয়ামত উপভোগ করতে দিয়েছেন তার তুলনায় কম হবে। সুতরাং আখিরাতের জীবনে অতিরিক্ত নেয়ামত ভোগ করার মতো কোনো আমল অবশিষ্ট থাকবে না। তাই আসল কথা হলো জান্নাতে যাওয়া যাবে আল্লাহর দয়ায়। আমল ওসীলা মাত্র। কত পাপী তাপী আল্লাহর রহমত পেয়ে জান্নাতের স্বপ্নের ভুবনে ঠাঁই পাবে তার কি কোনো গণনা আছে? সহীহ বুখারীর একটা হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, নবী-রাসুল, ফেরশতা ও নেককার ব্যক্তিরা সুপারিশ করে তাদের পরিচিত ব্যক্তিদের জাহান্নাম থেকে বের করে নেওয়ার পর মহান আল্লাহ বলবেন, এখন কেবল আমিই বাকী আছি। তারপর তিনি এমন কিছু লোককে জাহান্নাম থেকে বের করবেন যাদের আমলনামায় ভাল কোনো আমল ছিল না।

এভাবে আল্লাহ যাকে দয়া করেন সে আমল ছাড়াই জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে। যদি তার অন্তরে বিন্দু পরিমান ঈমান অবশিষ্ট থাকে।

এর অর্থ এই নয় যে, আমল না করে বসে থাকতে হবে। আসলে জান্নাত এত দামী আর সম্মানিত স্থান যে সে সম্পর্কে আলোচনা করলেই অনেকে ভাবে, আমি কি আর এর যোগ্য! তাই সে জান্নাতের ব্যাপারে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং আমল করার ব্যাপারে উদাসীন

হয়ে পড়ে। উপরের আলোচনার মাধ্যমে এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। প্রকৃত কথা হলো, আমাদের আমল জান্নাত পাওয়ার যোগ্য নয় এটা ঠিকই কিন্তু আল্লাহর রহমত অবশ্যই আমাদের পাপের চেয়েও বড়। অতএব, যদি তিনি দয়া করেন তবে জান্নাত অবশ্যই পাওয়া যাবে। তাই আশাহত না হয়ে আমল করতে থাকতে হবে। ভুল হয়ে গেলে ক্ষমা চেয়ে নিতে হবে। হতাশ হওয়া যাবে না। জান্নাত পাওয়ার চেষ্টা থেকে বিরত হওয়া যাবে না।

ক্ষমা চাওয়ার প্রসঙ্গ আসতেই অন্য একটি হাদীস মনে পড়ে গেলো। যাতে ক্ষমা চাওয়ার গুরুত্ব একটু ভিন্নভাবে চিত্রিত হয়। রসুলুল্লাহ ﷺ কে আব্দুল্লাহ ইবনে জুদয়ান নামক এক মুশরিক সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলো। বলা হলো, তিনি আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করতেন এবং আরও অনেক ভাল আমল করতেন। আখিরাতে এতে তার কোনো উপকার হবে কিনা। রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

لَا يَنْفَعُهُ، إِنَّهُ لَمْ يَقُلْ يَوْمًا: رَبِّ اغْفِرْ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ

তার কোনো উপকার হবে না। কারণ সে কোনোদিন বলেনি হে আল্লাহ তুমি বিচার দিনে আমার পাপসমূহ ক্ষমা করো। [বুখারী]

বোঝা যায়, আল্লাহ ও আখিরাতে বিশ্বাস স্থাপন করে কেবল "আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো" এতটুকু বললেও তার মুক্তির একটা আশা ছিল।

শেষে আরও একটি ঘটনা বলি। যার সারমর্ম হলো, একজন

ব্যক্তিকে কিয়ামতের দিন বিচারের পর টেনে হেঁচড়ে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। জাহান্নামের আগুনের দিকে তাকিয়ে ভীত হয়ে সেই লোকটি পিছনে ফিরে বলবে, (إِنْ كَانَ ظَنِّي بِكَ لَحَسَنٌ)

হে আল্লাহ আমি ধারণা করতাম আপনি আমার কল্যাণ করবেন।

[বাইহাক্বী, শুয়াবুল ঈমান]

কথাটা শুনে আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন এবং জাহান্নাম থেকে মুক্ত করেন।

ইবনে কাছির তার ইতিহাস গ্রন্থে ও তাফসীরে এই হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তার সনদকে সহীহ বলেছেন। তবে এর সনদ সম্পর্কে কিছু দ্বিমতও আছে।

আবারও বলছি এসব কাহিনীর সনদ আমার উদ্দেশ্য নয়। এর শিক্ষাটাই মূল ব্যাপার। যদি ধরেও নিই এসব হাদীস প্রমাণিত নয় তবু এ ধরণের ঘটনা কিন্তু ঘটতে পারে। একজন পাপী বান্দাকে আল্লাহ কোনো একটা কথা বা আমলের কারণে দয়া করে ক্ষমা করতে পারেন। এ বিষয়ে নিশ্চিত ইজমা প্রতিষ্ঠিত।

এ দিকে লক্ষ্য রেখে এসব কাহিনী গুলো একত্রে কল্পনা করে মহান আল্লাহর দয়া ও ক্ষমার চিত্রকে এই কবিতায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। সত্যিই যেনো আল্লাহ আমাদের আমলকে গুরুত্ব না দিয়ে কেবল তার দয়ার বড়ত্বকে সামনে রেখে শেষ বিচারে মুক্তি দেন।

শেষ বিচার

মনে পড়ে যেনো রোজ হাশরে,
উঠছি আমি কবর ফেঁড়ে।
চারিদিকে সবে নগ্ন গায়ে,
এদিক সেদিক ছুটছে ধেঁয়ে।
মুমিন যারা সত্যি বটে,
আসীন তারা উটের পিঠে।
অতিথি তারা রবের ঘরে,
যাচ্ছে ছুটে ভীষণ জোরে।
অধম আমি কপাল পোড়া,
জীবন ছিল পাপে ভরা।
তাইতো হেটে চলছি ধীরে,
হাজার হাজার পাপীর ভিড়ে।
দেহটা ডুবে ঘামের জলে,
নাকটা শুধু উপরে তুলে।
চলছি সবাই বিচার দিনে,
রোজ হাশরের মাঠের পানে।

শেষ বিচার

মাথার উপর সূর্য কিরণ,
জীবন যেনো করবে হরণ।
হঠাৎ হলো বিচার শুরু,
বুকটা কাঁপে দুরু দুরু।
অসৎ কাজে ছিলাম সদা,
মন যা চেয়েছে দেইনি বাঁধা।
দাঁড়িপাল্লায় ওজন হলে,
পাপের বোঝা যাবেই হেলে।
আমলনামা ভরেছে পাপে,
শাস্তি হবেই অগ্নি তাপে।
নিজের হিসাব করেছি নিজে,
বিচারের ফল নিয়েছি বুঝে।
হঠাৎ দেখি ফেরেশতারা,
পাপীদের সব করছে ধরা।
শিকলে বেঁধে ভীষণ ক্রোধে,
ধাক্কা মারছে তাদের কাঁধে।

শেষ বিচার

নির্দয়ভাবে দু’হাতে ঠেলে,
জাহান্নামে দিচ্ছে ফেলে।
দেহটা আমার ভয়ের চোটে,
কাঁটার মতোন শিউরে ওঠে।
এই বুঝি হায় ফেলবে ধরে,
লুকাতে চাই লোকের ভিড়ে।
তখনই হঠাৎ হাতে পড়ে হাত,
পিঠে পড়ে মোর চাবুকের আঘাত।
পালাবে কোথায় হাশর দিনে?
এখন চলো দোজোখ পানে।
শিকলে বেঁধে সকলে মিলে,
নিয়ে চলে মোরে সজোরে ঠেলে।
জাহান্নামের দরজায় এসে,
বেদনায় মোর বুকটা ভাসে।
পাথর গলা অগ্নি তাপে,
ভীষণ ভয়ে বুকটা কাঁপে।

শেষ বিচার

বারেবারে দেখি পিছন ফিরে,
কেউ কি নেই বাঁচাবে মোরে?
তখনই কেউ পিছন থেকে,
ফেরেশতাদের বলল ডেকে।
দাঁড়াও সবাই, থামাও তাকে।
কোন বা পাপে ধরলে একে?
ফেরেশতারা বলল প্রভু,
নেক আমল করেনি কভু।
আমলনামা দেখেছি ঘেঁটে,
হিসাব নিকাশ গিয়েছে মিটে।
শুধু একবার কথার ফাঁকে,
বলেছিল সে তোমায় ডেকে,
আল্লাহ তুমি অসীম অপার,
ক্ষমা করো মোর গোনার পাহাড়।
আল্লাহ বলেন, শোনো তবে,
তোমরা সবে সাক্ষী রবে।

শেষ বিচার

রহমান আমি দয়ার সাগর,
বিছায়ে দেবো ক্ষমার চাদর।
নির্জনে যে ডাকলো মোরে,
কেমন করে ভুলবো তারে!
পাপের বোঝা ক্ষমা করে,
দিলাম তাকে মুক্ত করে।
সাজাও তাকে রাজার সাজে,
মুক্তা লাগাও মাথার তাজে।
সওয়ার করো উটের পিঠে,
জান্নাতে যাও এখনই ছুটে।
আজ থেকে সে বন্ধু আমার,
কষ্ট যেনো পায় না আবার।
এমনই হোক ভাগ্য আমার,
মাফ হয়ে যাক গোনার পাহাড়।
আমল নামায় নেইকো কিছুই,
রবের দয়ায় ভরসা শুধুই।

ক্ষমা করে দাও মহান প্রভু,
শাস্তি যেনো পাই না কভু।

- আমীন



স্বপ্নের দেশ

জান্নাত যে স্বপ্নের দেশ তা বলাই বাহুল্য। দুই দিক থেকে জান্নাতকে স্বপ্নের দেশ বলা যায়। প্রথমত এর স্বপ্নিল প্রকৃতি সোনালী সবুজ ঘাস, চির সুখের আবাস ইত্যাদির কারণে তাকে স্বপ্নের দেশ বলা যায়। নদী-নালা, ঝরনা, বাগ-বাগিচা, সোনা-রোপার প্রাসাদ এসবের কথা তো কুরআন হাদীসে বার বার বলা হয়েছে। তাছাড়া জান্নাতের জীবনের যে আকর্ষণীয় বর্ণনা এসেছে সেটাও উল্লেখযোগ্য। কাজ-কর্ম, অসুখ-বিসুখ, কষ্ট-ক্লেশ এসবের কোনো কিছুই সেখানে নেই। যৌবনের শেষ নেই, মৃত্যু নেই, এমনকি দু চোখে কোনো ঘুম নেই। সারা বেলা শুধু আমোদ ফূর্তি আর উপভোগের পালা। মানুষের চিন্তায় স্বপ্নে ছাড়া কি আর এসব সম্ভব! কিন্তু বাস্তবে এমনই এক জগৎ রয়েছে। আর সেটা হলো জান্নাতের জগত। যা স্বপ্নেও ঘটেনা তেমন সব ঘটনা সেই জগতে বাস্তবে ঘটবে। তাইতো সেই জগতকে স্বপ্নের দেশ বলা যায়।

এছাড়া আরও একটা কারণে জান্নাতকে স্বপ্নের দেশ বলা যায়। প্রতিটি মুমিন জান্নাতের স্বপ্ন দেখে। জান্নাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়। আকুল হয়ে আল্লাহর কাছে জান্নাত চায়। জান্নাত পাওয়ার জন্য জীবন দিতে সর্বদা উদগ্রীব থাকে। জান্নাতের স্বপ্নে সদা সর্বদা বিভোর থাকে। প্রতিটি মুমিনের কাছে জান্নাত তাই স্বপ্নের দেশ।

জান্নাতের এই আকর্ষণীয় বর্ণনা একটি হাদীসে খুবই সংক্ষেপে কিন্তু

চমৎকারভাবে তুলে ধরা হয়েছে। হাদিসটি ইবনে মাযাতে এসেছে। কবিতার ভাষায় হাদীসটির অনুবাদ মোটামুটি নিম্নরূপ,

এ জান্নাত বাতাশে দোলা ফুল

শীতল পানির অকূল প্রবাহ

স্থায়ী আবাসে চিরযুবা তরুনীকুল

এসব পেতে ব্যাকুল হবে কি কেহ?

রাসুল ﷺ এর এ কথা শুনে সাহাবায়ে কিরাম বললেন, হে আল্লাহর রাসুল আমরা জান্নাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল। রসুল ﷺ বললেন, বলো, ইনশাআল্লাহ। আসুন আমরাও সবাই বলি, ইনশাআল্লাহ আমরা জান্নাত পাওয়ার জন্য ব্যাকুল।

যে জান্নাত পাওয়ার জন্য স্বয়ং রাসুল ﷺ এবং তার সাহাবাকুল ব্যতিব্যস্ত ছিলেন। যে জান্নাত পাওয়ার জন্য মুমিনরা সব সময় স্বপ্ন দেখে এই কবিতায় সেই স্বপ্নের দেশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোকপাত করা হয়েছে।

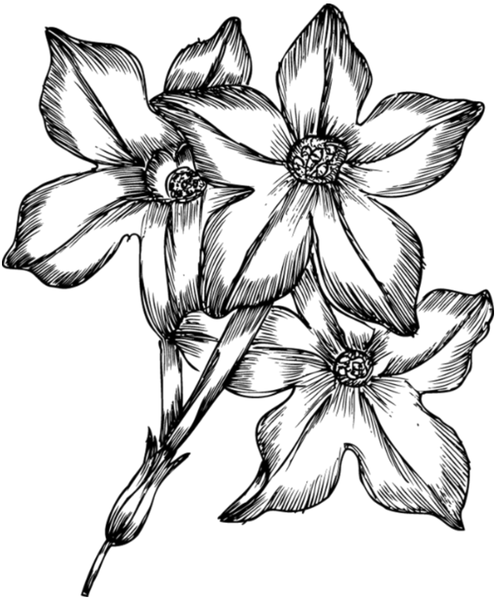
স্বপ্নের দেশ

জান্নাত এক স্বপ্নের দেশ।
নেইকো সেথায় কোনো বেদনার লেশ।
জোস্না মাখা তার চাদনী আলো।
দিন রবে, হবে নাকো আঁধার কালো।
রাত নেই সেথা কোনো শুধুই প্রভাত।
দুঃখ শোকের নেই কোনোই আঘাত।
আখিদ্বয় ঘুম নয়, সদাই জেগে।
ব্যস্ত সবাই সেথা শুধুই ভোগে।
খানা পিনা আরও আছে অজানা কিছু।
মনকাড়া বালিকারা ঘুরবে পিছু।
সুন্দরী হুরপরী দেখবে যখন,
দুলে দুলে গান বলে ভরাবে মন।
বধূ সেজে মাথা গুজে বসবে পাশে।
খুশি মনে ভালবাসি বলবে হেসে।
হাত ধরে নদী তীরে বেড়াবে ঘুরে।
পায়ে পায়ে চলে যাবে অচিন পুরে।

স্বপ্নের দেশ

এক জোড়া পাখি তারা মুক্ত মনে,
ডানা মেলে উড়ে চলে অজানা পানে।
বধূ তার মমতার মায়ায় মেখে,
বারেবারে তাকে ধরে জড়াবে বুকে।
সৈকতে হাতে হাতে হাত রেখে তার,
দেখা হবে ওঠা নামা জোয়ার ভাঁটার।
পশ্চিমে নেমে আসা লাল গোলোকে,
আখি মেলে চেয়ে থাকি এক পলকে।
প্রকৃতির অপরূপ রূপের আঁধার,
তুলি দিয়ে এঁকেছেন কোন রূপকার!
গাছগুলো সারি সারি ঠাঁই দাঁড়িয়ে।
বাগিচায় বাহারী ফুল ছড়িয়ে।
ভ্রমর সেথায় আসে মধুর নেশায়,
নিভৃতে মিশে যায় ফুলের পাতায়।
পাখিদের কিচিমিচি মধুর সুরে,
মনটা হারিয়ে যায় সুদূর দূরে।

দোয়া করি প্রভু যেনো আমার তরে,
ঐ জান্নাতী বাগিচায় প্রাসাদ গড়ে।



অদৃশ্য প্রেম

প্রেম ভালবাসা জীবনের একটা অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রতিটি নারী পুরুষের জীবনের উল্লেখযোগ্য অংশ জুড়ে রয়েছে এর উপস্থিতি। তবে কখনও এটা হয় বৈধ পন্থায় কখনও হয় অবৈধ। সাধারণভাবে নিজের স্ত্রীর সাথে যে প্রেম সেটা ইসলামে সম্পূর্ণ বৈধ। সেই সূত্র ধরেই জান্নাতের স্ত্রী তথা হুরদের সাথে প্রেমের বিষয়টিও ইসলামে বৈধ। কেবল বৈধ নয় বরং ইসলামের দৃষ্টিতে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ইবাদত। একারণে কুরআন হাদীসে হুরদের সৌন্দর্য এবং তাদের আকর্ষণীয় গুণাবলী সম্পর্কে অত্যন্ত খুটিনাটি ও চমকপ্রদ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। স্বামীর প্রতি তাদের আনুগত্য ও ভালবাসার কথা বলা হয়েছে বিভিন্ন আয়াত ও হাদীসে। সেসব বর্ণনার সবই আকর্ষণীয়। তবে তার মধ্যে যে বিষয়টি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য তা হলো একটি হাদীস, যেখানে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, যে ব্যক্তি জান্নাতী হবে দুনিয়ার জীবনে যদি তার স্ত্রী তাকে কষ্ট দেয় তবে জান্নাতের হুর ব্যাথিত হয়ে বলে,

لَا تُؤْذِيهِ، قَاتَلَكِ اللَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيلٌ يُوشِكُ أَنْ يُفَارِقَكِ إِلَيْنَا

আল্লাহ তোকে ধ্বংস করুক! তুই তাকে কষ্ট দিস নে। সেতো তোর নিকট মেহমান মাত্র। দ্রুতই তোকে ছেড়ে আমার কাছে চলে আসবে। [তিরমিযী ও ইবনে মাযা]

ভেবে অবাক না হয়ে পারি না। হুররা স্বামীদের এতো ভালবাসে!

অদৃশ্য থেকে তাদের দুঃখ-কষ্টে ব্যাথিত হয়! জান্নাতে বিশ্বাস করে এমন যে কোনো ব্যক্তি হুরদের এই ভালবাসার কথা শুনলে মুগ্ধ না হয়ে পারে না। জান্নাতের ব্যাপারে যাদের বিশ্বাস দৃঢ় নয় তারাই এ ধরণের পরমা সুন্দরী জান্নাতী স্ত্রীদের ভালবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে দুনিয়ার নারীদের পিছনে পড়ে সময় নষ্ট করে। তবে যারা সত্যিকার ঈমানদার তারা দুনিয়াতে বসেও জান্নাতের স্ত্রীদের প্রেমে মশগুল হয়ে থাকে। জান্নাতের স্ত্রীদের কথা শুনে তাদের পাওয়ার জন্য জীবন বিলিয়ে দিতেও তারা কুণ্ঠা বোধ করে না।

ইবনে আবিদ্দুনিয়া বর্ণনা করেন। একজন ব্যক্তি অন্য এক ব্যক্তিকে বলল, তুমি কি হুরদের সাথে প্রেমে পড়েছো? সে বলল, না। তখন ঐ ব্যক্তি বলল,

فَاشْتَقْ إِلَيْهِنَّ فَإِنَّ نُورَ وُجُوهِهِنَّ مِنْ نُورِ اللهِ

তাদের সাথে প্রেম করো। কারণ তাদের চেহারার নূর স্বয়ং আল্লাহ বিশেষ যত্ন করে তৈরী করেছেন। [সিফাতুল জান্নাত]

এ কথা শুনে ঐ ব্যক্তি এতটাই প্রভাবিত হয় যে অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং বেশ কিছুদিন অসুস্থ অবস্থায় থাকে। এটাই ছিল সত্যিকার ঈমানদারদের অবস্থা। যারা জান্নাতের উপর পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাসী ছিল। দুনিয়ার কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে চোখের সামনে দেখে যতটা পাগল হয় তারা না দেখেও হুরদের প্রেমে তার চেয়েও অনেক বেশি পাগল ছিল। ঠিক যেভাবে জান্নাতের হুরও অদৃশ্য থেকে তার

ভালবাসায় পাগল। এভাবে অদৃশ্য থেকে না দেখে একে অন্যকে ভালবাসার নজীর পৃথিবীতে হয়তো খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু ঈমানদারদের মনের মধ্যে এটা অহরহ খুঁজে পাওয়া যায়। এই কবিতাটি সেই রহস্যময় **'অদৃশ্য প্রেম'** সম্পর্কে যার বন্ধনে জান্নাতের হুরদের সাথে মুমিন বান্দার অন্তর বাঁধা থাকে।

ওগো জান্নাতী হুর,
তুমি আছো কত দূর!
কোরানে তোমার কথা শুনে,
আমি পড়েছি তোমার প্রেমে।
তোমাকে দেখিনি চোখে।
কখনও ধরিনি বুকে।
পরিচয় নেইকো চেনা।
নামটাও হয়নি জানা।
পত্র দাওনি কভু কোনো।
স্বপ্নেও আসোনি এক দিনও।
তবু কেনো বলো?
এই ভালবাসা হলো,
পাহাড়ের মতোই দৃঢ়।
আঁধারের চেয়েও গাঢ়।
গভীরতায় সমুদ্র তল।
স্বচ্ছতায় রৌদ্র ঝলমল।

তোমার নামে আসে সুখ।
তোমার প্রেমে ভাসে বুক।
কল্পনায় তোমাকে দেখি।
কবিতায় তোমার কথা লিখি।
তোমার স্মরণে আমি সুখী।
তোমার বিরহে হই দুখী।
তোমাকে পেয়ে আমি ধন্য।
তুমি ছড়া সব যেনো শূন্য।
এভাবে তুমিও কি তবে,
আমার প্রেমে আছো ডুবে?
নিভৃতে নির্জন বনে,
আমার কথা কি পড়ে মনে?
আমার ছবি দেখে,
অশ্রু আসে কি চোখে?
আমাকে পাওয়ার আশায়,
মন কি তোমার বিষায়?

আমি জানি, এসবই হয়।
লেখা আছে হাদীসের পাতায়।
তাই যখনই তোমাকে ভাবি,
মনে ভাসে বিরহী বধূর ছবি।
ব্যথিত মনে এক কোনে বসে,
পথ পানে যেনো চেয়ে আছে সে।
কবে আবার হবে দেখা,
নির্জনে দু'জনে একা।
অপেক্ষার প্রহর গুণে গুণে,
জ্বলে ওঠে সে প্রেম অভিমানে।
দোয়া করি, আল্লাহর তরে।
এ প্রেম যেনো না মরে।



বিরহী বধূ

একটি হাদীসে এসেছে,

إِنَّ الْجَنَّةَ لَتَزَيَّنُ لِرَمَضَانَ مِنْ رَأْسِ الْحَوْلِ إِلَى الْحَوْلِ، فَإِذَا كَانَ أَوَّلُ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ هَبَّتْ رِيحٌ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، فَصَفَقَتْ وَرَقَ الْجَنَّةِ، فَتَنْظُرُ الْحُورُ الْعِينُ إِلَى ذَلِكَ، فَيَقُلْنَ: يَا رَبِّ اجْعَلْ لَنَا مِنْ عِبَادِكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ أَزْوَاجًا تُقِرُّ أَعْيُنَنَا بِهِمْ، وَتُقِرُّ أَعْيُنَهُمْ بِنَا

জান্নাতকে প্রতি বছর রমজান উপলক্ষে সাজানো হয় (অন্য বর্ণনায় এসেছে হুরদেরও সাজানো হয়)। যখন রমজানের প্রথম দিন আসে, তখন আরশ থেকে এক প্রকার বাতাস প্রবাহিত হবে। (সেই বাতাস গাছের পাতায় আঘাত করলে) একটি পাতা আরেকটি পাতার সাথে ঘর্ষণ লাগে। হুরেরা এটা দেখে বলে, হে আল্লাহ এই মাসে, আপনার বান্দাদের মধ্য হতে কিছু ব্যক্তিকে আমাদের স্বামী হিসেবে কবুল করুন। যাদের দেখে আমাদের চোখ জুড়াবে এবং আমাদের দেখে তাদের চোখ জুড়াবে। [ইবনে খুযাইমা]

হাদিসটি পাঠ করে ভিতরে একটা অন্য রকম অনুভূতি সৃষ্টি হয়। সত্যিই তো! যেসব অতীব সুন্দরী মেয়েদের সৃষ্টি করে জান্নাতে রাখা হয়েছে, যাদের অন্তরে স্বামীদের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করা হয়েছে, যুগ যুগ ধরে তারা স্বামীদের ছেড়ে একা একা কিভাবে আছে? তাদের কি ইচ্ছা হয় না স্বামীদের কাছে পেতে? তাদের ভালবাসতে এবং তাদের ভালবাসা পেতে? সেটা তো হওয়ারই কথা।

হয়তো জান্নাতের অন্যান্য নেয়ামতের মাঝে ডুবে থেকে তারা প্রেম অনুভূতির বিষয়টা কিছু সময়ের জন্য ভুলে থাকে। কিন্তু হঠাতই কোনো কারণে তাদের অন্তরে সেই সুপ্ত অনুভূতি জেগে ওঠে। তখনই স্বামীদের কাছে পেতে ইচ্ছা হয়। তাদের জন্য হয়তো মন খারাপও হয়। যদিও জান্নাতে কষ্ট ক্লেশ নেই। তবে সে হয়তো অন্য রকম মন খারাপ। যাতে ভালবাসা বা প্রেম আছে কিন্তু কষ্ট বা ক্লেশ নেই। যাই হোক, এতটুকু সুনিশ্চিত যে, জান্নাতের হুরেরা সকল নেয়ামত ভোগ করলেও কেবল একটি কারণে তাদের জীবন পরিপূর্ণ নয়। আর তা হলো তাদের স্বামীদের অনুপস্থিতি। এ বিষয়টি মাঝে মাঝে তাদের অন্তরকে নাড়া দেয়। রোমান্টিক যে কোনো কিছু দেখলেই তাদের অন্তরে প্রেম জেগে ওঠে এবং নিজ প্রেমিককে কাছে পেতে ইচ্ছা হয়। হাদীসে দেখা যায়, বাতাসের দোলে গাছের দুটি পাতা পরস্পরের সাথে জড়াজড়ি করছে দেখেই হুরদের অন্তরে প্রেমের আবেগ জেগে ওঠে। তারা আপন আপন স্বামীকে কাছে পেতে চায়। কিন্তু নির্দিষ্ট সময়ের আগে সেটা সম্ভব নয়। ততদিন জান্নাতের প্রতিটি রানীকে রাজা বিহীন সময় কাটাতে হবে। এক কথায় বলা যায় জান্নাতে অন্য সকল নেয়ামতের কোনো অভাব না থাকলেও কিয়ামতের আগ পর্যন্ত হুরেরা বিরহী বধূর ভূমিকায় স্বামীদের অপেক্ষায় থাকবে। হুরদের এ বিরহের সময়টা কেমন হতে পারে এই হাদীসটির আলোকে এই কবিতাতে তা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

আমি যখন এই পৃথিবীর বুকে হেঁটে চলি,
গ্রামের মাঠ ঘাট থেকে শহরের অলিগলি,
মাঝে মাঝে হঠাৎ করে মনে জাগে,
যেনো পা'দুটো আমার চলে জান্নাতী বাগে।
আনমনে নিজের কানে ভাসে সুমধুর সুর,
যেনো মায়াবী ডাক কোনো বিরহ বধূর।
যখন এসব ভুলে যায়, দুনিয়ার ব্যস্ততা মাঝে।
মেতে থাকি, যত সব অসার অকারণ কাজে।
হঠাৎ করে, মনে ভাসে ছবির মতন,
আলো ঝলমলে এক গায়েবী ভুবন।
ভীষণ আবেগে তখন, চোখ বুজে থাকি।
বেতার সংযোগে অদৃশ্যকে বাস্তবে দেখি।
যেনো আছি কোনো সিনেমার দৃশ্য পটে।
দাঁড়িয়ে আছি এক সুবিশাল সমুদ্র তটে।
পশ্চিমের আকাশে লাল সূর্য গেছে হেলে।
এলোমেলো চুলগুলো হিমেল বাতাসে দোলে।

বিরহী বধূ

সমুদ্রের পানি তার জোয়ার ভাঁটায়
নগ্ন পা'দুটো আমার ভিজিয়ে যায়।
তার শীতল ছোঁয়ায়, হৃদয় মাঝে
অজানা সুখের বাজনা বাজে।
কিসের অভাব যেনো বোধ হয় মনে।
কাকে যেনো পেতে চায় আমি এই ক্ষণে।
সেই নির্জনে, দেখি না কোনো প্রাণ।
ধূ ধু প্রান্তর শুধু শূন্য আর বিরান।
আকাশের দিকে অপলোকে চেয়ে থাকি
ঐ নীলিমায় আমার কেউ আছে নাকি?
আমি যেতে চাই, আকাশের গায়।
উঠে যাই হিমালয় পাহাড় চূড়ায়।
যেখানে মেঘ ভাসে পায়ের নিচে।
তারাগুলো মনে হয় হাতের কাছে।
সেখান থেকে আকাশের বুকে রাখি চোখ।
পর্দা ভেদ করে দেখি এক অদৃশ্য লোক।

বিরহী বধূ

অপরূপ সাজে সাজানো ভুবন।
নির্ভেজাল এক সুখের জীবন।
চারিদিকে একে বেঁকে বয়ে চলে নদী
সারি সারি গাছে ফল কাদি কাদি।
কানে ভেসে আসে গানের সুর।
বিনোদনে মনে জাগে সুখ সুমধুর।
আলো ঝলমলে, জমকালো পরিবেশ।
হয়তো স্বপ্নপুরী বা পরীদের দেশ।
তখনই দেখি এক সুন্দরী পরী,
মনোহরী সাজে সেজেছে বাসরী।
অগণিত বৃক্ষরাজির ছায়া তলে,
সে আলতো পায়ে হেঁটে চলে।
বাতাসের দোলে গাছের পাতায়,
মায়াবী সুর তুলে মনটা মাতায়।
পাতাগুলো সেই বাতাসের পরশে,
জড়াজড়ি করে পরস্পরে মিশে।

বিরহী বধূ

তাদের ঐ মধুর মিলন দেখে,
মনটা ভাসে তার প্রেমের সুখে।
দুটি হাত মুখের কাছে তুলে,
মমতায় যেনো তার মনটা গলে।
আল্লাহকে বলে, কান্নায় ভেসে,
স্বামীকে আমার এনো দাও পাশে।
অশ্রু জলে সে ভেজায় দুটি গাল।
শুভ্র বদন হয় রক্তিম লাল।
আমার মনের কোনে প্রশ্ন জাগে,
কাঁদছে কেনো সে জান্নাতী বাগে?
এই স্বপ্নের দেশে অভাব কিসে,
সুখ ভাসে যেথা আকাশে বাতাসে?
হাতের মাঝে সে কিই বা খোঁজে?
নাকি কারও ছবি ঐ হাতের ভাজে?
ছবিটা কি তার প্রেমিকেরই হবে?
নির্জনে বসে সে তাকেই ভাবে?

বিরহী বধূ

আহা! কি ভাগ্য তার যার তরে,
এই সুন্দরী হেথা দুঃখে মরে।
আমি কৌতুহল বশে এগিয়ে যায়।
দেখি, আমার ছবিই তার হাতের পাতায়।
অজানা সুখে বুকে জাগে মায়া।
এই সুন্দরী পরী তবে আমার প্রিয়া!
তাকে সান্তনা দিয়ে বলি প্রেমের কথা।
যাতনা ভুলাতে তোমার এসেছি হেথা।
তাই ক্রন্দন থামাও এখন।
এসো হবে প্রেমের কথন।
আমাকে দেখে খুশির পুলকে,
বুক ভাসে তার সুখের চমকে।
আমার মুখে প্রেমের কথা শুনে,
মায়াবী টানে ছোটে আমার পানে।
হয়তো ইচ্ছা ছিল মনের মাঝে,
জড়াবে মোরে তার বুকের ভাঁজে।

এভাবে আমাকে কোলে তুলে,
বিরহের ব্যাথা যাবে ভুলে।
তখনই সব কিছু মুছে যায়।
সব কষ্ট আমার যেনো মিছে হয়।
সেই স্বপ্ন জগৎ কোথা যায় হারিয়ে।
এই ধূলির ধরা মোরে নেই ফিরিয়ে।
অজান্তেই বুক ভাসে চোখের জলে।
জান্নাতে সুখ চায় অনন্ত কালে।
আল্লাহকে বলি রব, দয়ার সাগর,
আমাকে করো ঐ হুরের নাগর।



রাজ অভিষেক

একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, একজন ব্যক্তিকে মহান আল্লাহ বলবেন, তুমি জান্নাতে প্রবেশ করো। সে বলবে, হে আল্লাহ জান্নাতে যার যা জায়গা সবাই তো দখল করেই নিয়েছে এখন আমি কিভাবে সেখানে প্রবেশ করবো! তখন মহান আল্লাহ তাকে বলবেন,

أَتَرْضَى أَنْ يَكُونَ لَكَ مَا كَانَ لِمَلِكٍ مِنْ مُلُوكِ الدُّنْيَا

যদি তোমাকে দুনিয়ার কোনো একজন রাজা-বাদশার সমান দান করা হয় তাতে কি তুমি সন্তুষ্ট হবে?

সে বলে, হে আল্লাহ আমি সন্তুষ্ট হবো। মহান আল্লাহ বলেন, তবে তোমাকে তা দেওয়া হলো। বরং তার দশ গুণ দেওয়া হলো। উক্ত ব্যক্তি বলবে, হে আল্লাহ আমি সন্তুষ্ট আছি। [তিরিমিযী]

অন্য হাদীসে এসেছে রসুলুল্লাহ ﷺ এক সাহাবীকে বললেন,

أَلَا أُخْبِرُكَ عَنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ؟

আমি কি তোমাকে বলে দেবো জান্নাতের রাজা-বাদশা কারা?

উক্ত সাহাবী বললেন, জী হ্যাঁ। রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

رَجُلٌ ضَعِيفٌ، مُسْتَضْعِفٌ ذُو طِمْرَيْنِ، لَا يُؤْبَهُ لَهُ

ছেঁড়া কাপড় পরিহিত দূর্বল ব্যক্তি। যার দিকে মানুষ দৃষ্টিপাতই করে না। [ইবনে মাযাহ]

দুনিয়াতে যারা ধন সম্পদ ও শক্তি সামর্থের দিক থেকে দূর্বল তারাই যে বেশিরভাগ জান্নাতী হবে সেটা দলীল প্রমাণ এবং বাস্তব অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত। যেহেতু যারা ধনী ও ক্ষমতাবান বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তারা আল্লাহর অবাধ্য হয় আর গরীব ও দূর্বল শ্রেণীর লোকেরাই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আল্লাহকে ভয় করে এবং সৎকাজ করে। এসব দূর্বল শ্রেণীর লোকেরা জান্নাতের রাজ্যে সুবিশাল রাজত্ব লাভ করবে। অন্যভাবে বললে, জান্নাতের প্রবেশের সময়টিকে প্রতিটি জান্নাতীর জন্য রাজ অভিষেক হিসেবে আখ্যায়িত করা যায়।

এভাবে হঠাৎ করে ফকীর থেকে বাদশা হয়ে যাওয়ার বিষয়টি নিঃসন্দেহে কোটি কোটি টাকার লটারী পেয়ে যাওয়ার চেয়ে অধিক আকর্ষণীয়। এভাবে হঠাৎ করে ফকীর থেকে রাজা-বাদশা হয়ে যাওয়ার সময় তাদের মানসিক অবস্থা কেমন হতে পারে সেটা কল্পনা করে এই কবিতাটি লেখা।

মনে করো যেনো তুমি আছো কোনো বাগান বাড়ির মাঝে।
চারিদিকে সবে সাজ সাজ রবে উৎসব আমেজে।
হাজার হাজার সেবক-সেবিকা এদিক সেদিক ছোটে।
ভীষণ কোনো গুরুতর কাজে ব্যস্তই তারা বটে।
এক দিক থেকে সুগন্ধ এসে বিঁধছে তোমার নাকে।
মজার খাবার রান্না হচ্ছে রাজসভার পাকে।
পশ্চিম দিকে সুকণ্ঠে হেঁকে গান গায় বালকেরা।
সকলে তারা কিসের খুশিতে আনন্দে মাতোয়ারা।
প্রাসাদ মাঝে অপরূপ সাজে সেজে আছে এক নারী।
চঞ্চলমতি বালিকারা তাকে পরায় শাড়ি চুড়ি।
চিবুকে তার চমকিত হয় চাঁদনী আলোর আভা।
মাথায় তার হীরা ঝলমলে মুকুট পাচ্ছে শোভা।
ভাবছো তুমি সুন্দরী কি রাজকুমারীই হবে?
আজকে কি সে বাসরী বেশে বাসর ঘরে যাবে?
ভিতরে বাইরে ঘুরে ফিরে তুমি দেখছো পরিবেশটা।
অন্তরে এক ইচ্ছা জাগে দেখতেই হবে শেষটা।

তখনই দেখো একজন যেনো ছুটছে কোনো কাজে।
থামায়ে তাকে শুধায়ে নিলে, হচ্ছে এসব কি যে।
ব্যস্ত অতি সেই ব্যক্তি সময়ে ঘাটতি অনেক।
দুয়েক কথা বলল শুধু ঢোক গিলে বার কয়েক।
আজিকার দিনে আসবে এখানে এই প্রাসাদের রাজা।
তারই কারণে প্রাসাদ সাজাই আমরা সবাই প্রজা।
ঘরের ভিতরে দেখলে যারে সুন্দরী রমণী,
সেই তো ঐ রাজার বধূ আমাদের রাজরানী।
আজকে হবে রাজ অভিষেক অনেক কাজ বাকি।
তোমার সাথে নষ্ট করে সময়ে দেবো না ফাঁকি।
তখন তোমার মনটা হঠাৎ কুঁকড়ে ওঠে ভয়ে।
লুকিয়ে আমি রাজরানীকে দেখেছি দু'চোখ দিয়ে।
মনে পড়ে যায় নানীর বলা রাখালের কাহিনী।
নিজের চোখে দেখেছিল সে কোনো এক রাজ রানী।
তাই না দেখে রাজার লোকে ধরে নিয়ে গেলো তাকে।
লোহার সিক গরম করে ঢুকিয়ে দিলো চোখে।

হায় হায় যদি এমনই হয় আমার ভাগ্যে আজ!
আমাকেও যদি শাস্তি দেয় এদের মহারাজ?
পাশেই কটা গাছের মাঝে আড়াল দেখা যায়।
কোনো উপায় না দেখে লুকালে সেথায়।
কথায় বলে রাত হয় বাঘের ভয় যেথা,
যেখানটায় লুকালে তুমি পাহারা ছিলা সেথা।
তোমায় ধরে নিল তারা মহারানীর কাছে।
এই বেচারা লুকিয়ে ছিলা ফুলের চারার পাশে।
পোশাক আশাকে ভিখারী ঠেকে দেখে মনে হয় চোর।
কঠিন কোনো শাস্তির আদেশ দেবেন নাকি ওর?
রানী যেনো কোনো কিছু লুকিয়ে রাখে মনে,
গোপন কিছু আদেশ দিলেন তাদের কানে কানে।
ভাবছো তুমি কি কারণে এলাম আমি হেথা?
বৃথাই বুঝি আজকে আমার কাটা যাবে মাথা।
কিন্তু তারা তোমায় নিয়ে রাজ মহলে গিয়ে,
রাজার সাজে সাজিয়ে দিলো মুকুট পরিয়ে।

পরক্ষণে তোমায় এনে হাজার হাজার চাকরগণে।
রানীর পাশে বসিয়ে দিল রাজার আসনে।
কান্ড দেখে বুকে তোমার প্রচন্ড ভয় হয়।
ছেড়ে দাওনা তোমরা মোরে বাড়ি চলে যায়।
এখনই হয়তো আসল রাজা কোন্ দিক থেকে এসে
রানীর পাশে বসেছি বলে চাবুক দেবে কষে।
রানী বলে মুচকি হেসে বলছো কি অযথা?
তুমিই আমার রাজা ওগো এটাই আসল কথা।
এই যে খামে আল্লাহর নামে লেখা আছে চিঠি,
সেই চিঠিতে তোমার নামে আদেশ আছে কটি।
বান্দা আমার অমুক জনা নাম ঠিকানা এই,
বিচারের পর রাজা করে পাঠাবো তাকেই।
তোমরা তাকে রাজা মেনে বসাবে আসনে।
সসম্মানে আদেশ তার চলবে সবে মেনে।
কিন্তু মোরা আপনাকে আজ চিনতে পারিনি।
ক্ষমা করে দিন মহারাজ আমাদের আপনি।

চাকররা সব মাথা নামায়, ভয়ে ভয়ে চায়।
সুন্দরী সেই কুমারীটাও ক্ষমা ভিক্ষা চায়।
এসব দেখে বুকে আসে আনন্দের ঝিলিক।
জান্নাতের জীবনটা ভাই এমনই ঠিক ঠিক।
কত শত চাষাভূষা নিরক্ষর লোকে,
সেদিন যাবে রাজা বনে চোখের পলকে।
জান্নাতের হুর এসে পায়ের কাছে বসে,
মধুর সুরে গান করবে কত ভালবেসে।
হাজার হাজার চাকর-বাকর চলবে পিছু পিছু।
চাওয়া পাওয়ার তার আর থাকবে নাকো কিছু।
অমন জীবন পেতে হলে আমল করো ভাল।
জান্নাতে যাবে চলে জীবন হবে আলো।



হরিণ শিকার

একটি হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতীরা পাখাওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে জান্নাতের মধ্যে ভ্রমণ করবে। তখন আতর মাখা বাতাস এসে তাদের শরীরে, চুলে, ঘোড়ার লোমে বুলিয়ে যাবে। চলতে চলতে তারা বহু দূরে চলে যাবে। এমনি এক সময় হঠাৎ একটা মেয়ে তাদের মধ্যে একজনকে ডেকে বলবে,

يَا عَبْدَ اللَّهِ، أَمَا لَكَ فِينَا حَاجَةٌ

হে আল্লাহর বান্দা, আমার নিকট কি আপনার কোনো দরকার নেই?

অর্থাৎ আমাকে কি আপনার একটুও মনে পড়ে না! তখন ঐ ব্যক্তি তাকে বলবে, তুমি কে? সে বলবে আমি আপনার একজন স্ত্রী। তখন ঐ ব্যক্তি বলবে, আমি তো তোমার খবর জানতামই না। ঐ স্ত্রী তখন বলবে, আপনি কি এই আয়াতটি পড়েন নি,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ

কেউ জানে না মুমিন বান্দাদের জন্য আমি মনোহরী কি জিনিস লুকিয়ে রেখেছি। [সাজদা/১৭]

এই হাদীসের শেষে রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

وَرَبِّي، فَلَعَلَّهُ يُشْغَلُ عَنْهَا بَعْدَ ذَلِكَ الْمَوْقِفِ مِقْدَارَ أَرْبَعِينَ خَرِيفًا، لَا يَلْتَفِتُ وَلَا يَعُودُ، مَا يَشْغَلُهُ عَنْهَا إِلَّا مَا هُوَ فِيهِ مِنَ النِّعْمَةِ وَالْكَرَامَةِ

আল্লাহর কসম এমন হতেই পারে যে, ঐ ব্যক্তি এই সাক্ষাতের পর

চল্লিশ বছর আর এই মেয়ের কাছে ফিরে আসবে না। তার দিকে দৃষ্টিপাতও করবে না। সে যেসব ভোগ-বিলাস ও বিনোদনের মধ্যে দিন কাটাবে সে কারণেই সে সময় পাবে না।

[সিফাতুল জান্নাহ; ইবনে আবিদ্দুনিয়া]

এই স্ত্রীর কথা চিন্তা করুন। সে জানে মহান রব্বুল আলামীন তাকে অমুক বান্দার স্ত্রী হিসেবে সৃষ্টি করে জান্নাতে রেখে দিয়েছেন। কিন্তু তার স্বামী তার কথা কিছুই জানে না। তাছাড়া তার স্বামী অন্যান্য নানা ভোগ বিলাসে ব্যাস্ত থাকে। তাই তার সাথে দেখা হয় না। হঠাৎ শখের বশে স্বামী ভ্রমণে বের হয়েছে। অজান্তেই ঘুরতে ঘুরতে তার স্ত্রীর বাসস্থানের নিকটে চলে এসেছে। সে কিন্তু কিছুই জানে না। হঠাৎ একজন নারী মধুর কণ্ঠে তাকে ডেকে নিজেকে তার স্ত্রী হিসেবে পরিচয় দিয়ে তাকে বাসর ঘরে নিয়ে গেলো। বিষয়টা বেশ রোমান্টিক, তাই না! জান্নাতে এমন কত শত চমকপ্রদ বিষয় অপেক্ষায় আছে তার কোনো গণনা নেই।

যাই হোক, ধরে নিই এই ব্যক্তি শখের বশে ভ্রমণে বের হয়নি বা হলেও অন্য এলাকায় ভ্রমণে বের হয়েছে ফলে স্ত্রীর সাথে তার সাক্ষাত আরো বিলম্বিত হচ্ছে। স্ত্রী পর্দানশীন হওয়ার কারণে নিজে তার নিকট যেতে পারছে না। এখন ঐ স্ত্রী তার স্বামীকে কাছে পাওয়ার জন্য কি কৌশল নিতে পারে? সে বিষয়ে কল্পনা করেই আমার এই কবিতা।

একদিন আমি নির্জনে বসে,
ভাবছি যেনো জান্নাতী দেশে,
শিকারীর বেশে ঘুরছি একাই,
পাখাওয়ালা এক শখের ঘোড়ায়।
আছি যেনো শিকারের খোঁজে,
কোনো এক বনো মাঝে।
ধনুক নিয়েছি হাতে।
তীর গাঁথা আছে তাতে।
অনেক সময় কাটে একা।
শিকারের মেলেনি দেখা।
শেষের বেলায় এসে,
দেখি এক নদীর পাশে,
একটা হরিণ শিঙ নেড়ে,
ঘাস খায় ঘুরে ফিরে।
আমি যখনই হরিণটাকে,
এনেছি ধনুকের তাকে,

দুচোখে আমাকে দেখে,
পালিয়ে যায় কোন বাঁকে।
ঘোড়াটা উড়িয়ে নিয়ে,
নদীর ওপারে গিয়ে,
দেখি বহু দূরে,
আমার দিকে ফিরে,
তখনও সে নির্ভয়,
দাঁড়িয়ে আছে ঠাঁই।
আমি শিকারীর চালে,
একটু নিকটে গেলে,
হঠাৎ চমকে উঠে,
আবার গেলো ছুটে।
আমি ঘোড়া নিয়ে ঘুরে,
চারিদিকে খুঁজে ফিরে,
দেখি এক গাছের তলায়,
সে যেনো আমার অপেক্ষায়।

হরিণ শিকার

এক পলকে আমাকে দেখে,
পালিয়ে যায় কোনো এক দিকে।
তার পিছনে ছুটি আমি।
দুজনেই সমান দ্রুতগামী।
হঠাৎ দেখি সেই বনো মাঝে,
কোনো মহল যেনো অপরূপ সাজে।
হরিণটা মরণপনে ছুটে,
সেখানেই গিয়ে ওঠে।
তখন মনে মনে বলি হায়!
এখন কি হবে উপায়?
ভীন দেশে এসে অনুমতি বাদে,
কিভাবে যাবে এই প্রাসাদে?
হঠাৎ করে মনে জাগে,
যা আছে এই জান্নাতী বাগে,
সবই তো শুধুই আমার।
সংকোচ কিসের আবার!

হয়তো মহলের কাছে,
অজানা কিছু আছে।
আমি কৌতুহলী হয়ে,
এগিয়ে যায় গুটি পায়ে।
যখনই প্রবেশ করি সেথা,
যা দেখি ঘুরে যায় মাথা।
অতিশয় সুন্দরী এক মেয়ে,
সোনার খাটে শুয়ে।
ঝলমলে আলো মাঝে,
অপরূপ সাজে সেজে।
আমাকে দেখেই উঠে বসে,
সালাম দেয় হেসে হেসে।
মায়াবী কণ্ঠটা শুনে,
বীণা বেজে ওঠে মনে।
মনের গোপন ভাগে,
কি যেনো আবেগ জাগে।

তাকে নিয়ে কত কথা ভাবি।
হৃদয়ে আঁকি তার মুখের ছবি।
দেহটা যেনো প্রাণহীন হয়ে,
অপলকে আছে ঠাঁই দাঁড়িয়ে।
মনটা আমার দেহটাকে রেখে,
ঢুকে গেছে তার মায়াবী বুকে।
যেনো দুই দেহ এক মন,
দুজনে মিলে একটি জীবন।
আমি নিশ্চল হয়ে যায়।
যেনো নড়ার শক্তি নাই।
ওভাবে আমাকে দেখে,
আবারও হাসে চাঁদ মুখে।
সেই মধুর হাসি শুনে,
বাঁশি বাজে যেনো কানে।
আমি বলি মুগ্ধ হয়ে,
কে তুমি, সুন্দরী মেয়ে?

খাট থেকে উঠে এসে,
দাঁড়ালো আমার পাশে।
তারপরে মোর বুকে,
আদরে মাথাটা রেখে,
চোখের দিকে চেয়ে,
বলে সেই সুন্দরী মেয়ে,
আমাকে চেনোনি তুমি!
তোমারই প্রেমিকা আমি।
তোমার মেহেদী রাঙা বধূ।
এ জীবন তোমারই শুধু।
বহুদিন বিরহে কাটে প্রহর।
শুধু তোমার স্বপ্নে বিভোর।
কত শত বিনোদন মাঝে,
সময় কাটাও সকাল সাঁঝে।
তাই তো আমাকে ভুলে,
কোন্ সে দূরে ছিলে!

কত বছর গেলো চলে,
তুমি আসোনি আমার কোলে।
কখনও ভাবোনি মোরে।
আদর করোনি ধরে।
এদিকে আমার মনো বাগে,
প্রেমের কষ্ট ওঠে জেগে।
বিরহ ভুলতে তাই,
মনটা তোমাকে চায়।
আমি বন্দিনী তাবু মাঝে।
যেতে পারিনিকো নিজে।
তাই হরিণের টোপে ধরে,
এনেছি বাসর ঘরে।
আজ ধন্য হবে এ মেয়ে,
প্রেমিকের ছোঁয়া পেয়ে।
আমি তখন বলি তাকে,
অট্ট হাসির ফাঁকে ফাঁকে।

হরিণ শিকার

তুমি অতি বুদ্ধিমতি নারী।
সুদক্ষ এক প্রেম শিকারী।
নিখুঁত ছকে হরিণের জালে
শিকারীকে, শিকার করে নিলে।



একটি স্বপ্ন

এই কবিতাটি সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের। অন্যান্য কবিতাগুলোতে জান্নাতের বাস্তব জীবন নিয়ে কল্পনা করা হয়েছে। এই কবিতাতে কল্পনা করা হয়েছে একটি স্বপ্ন নিয়ে। সে হিসেবে বলা যায় কবিতাটি কল্পনারও কল্পনা। স্বপ্নে জান্নাত বা জান্নাতের হুর দেখার বর্ণনা হাদিসে রয়েছে। হাদিসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

بَيْنَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُنِي فِي الجَنَّةِ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَتَوَضَّأُ إِلَى جَانِبِ قَصْرٍ فَقُلْتُ: لِمَنْ هَذَا القَصْرُ؟ فَقَالُوا: لِعُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ فَذَكَرْتُ غَيْرَتَهُ فَوَلَّيْتُ مُدْبِرًا

আমি একদিন ঘুমন্ত অবস্থায় দেখলাম আমি জান্নাতে রয়েছি। সেখানে একটি প্রাসাদের পাশে একটি মহিলা ওজু করছে। আমি বললাম এটা কার বাড়ি? বলা হলো, উমর ইবনে খাত্তাবের। তখনই আমার মনে পড়ে গেলো উমর তো খুব রাগী (অর্থাৎ অনুমতি ছাড়া তার বাড়িতে প্রবেশ করলে সে হয়তো রাগ করবে) তাই ফিরে চলে আসলাম। [সহীহ বুখারী]

এ কথা শুনে উমর رضي الله عنه কেঁদে উঠে বললেন, হে আল্লাহর রাসুল ﷺ আমি কি আপনার উপরও রাগ করবো?

দেখা যাচ্ছে স্বয়ং রসুলুল্লাহ ﷺ জান্নাত নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। তারই ধারাবাহিকতায় সত্যিকার মুমিনদের একটা বিরাট অংশ জান্নাতের বিভিন্ন বিষয় বিশেষ করে জান্নাতের হুরদের নিয়ে স্বপ্ন দেখেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, সাঈদ ইবনে হারিছের কাহিনী। ইবনে

নুহাস মাশারিউল আসওয়াক নাকম গ্রন্থে কাহিনীটি সুবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। আমি এখানে তা সংক্ষেপে তুলে ধরছি।

সাইদ ইবনুল হারিছ নামের এক ব্যাক্তি খুব আমলদার ছিলেন। একবার রোমের সাথে জিহাদে তিনি অংশ গ্রহণ করেন। একদিন রাতে তিনি তাবুতে ঘুমিয়ে থাকা অবস্থায় স্বপ্নে দেখেন যেনো কিয়ামত কায়েম হয়ে গেছে আর হিসাব শুরু হয়ে গেছে। এমতাবস্থায় দুজন ব্যক্তি তার নিকট এসে বলল, তুমি সুসংবাদ গ্রহণ করো তোমাকে আল্লাহ ক্ষমা করেছেন এবং জান্নাত দান করেছেন। এরপর তারা তাকে পোশাক পরিয়ে একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে বিদ্যুতের বেগে জান্নাতে নিয়ে গেলো। সেখানে গিয়ে তিনি দেখতে পেলেন একটা বিশাল আলো ঝলমলে প্রাসাদ যার শুরু আর শেষ দেখা যায় না। প্রাসাদের দরজা খুলতেই অতীব সুন্দরী হুরেরা তাকে স্বাগত জানিয়ে বলতে লাগলো,

هذا ولي الله! جاء حبيب الله! مرحبًا بولي الله!!

এই তো আল্লাহর ওলী এসে গেছেন। আল্লাহর বন্ধুকে আমরা স্বাগত জানায়।

এরপর তিনি সামনে এগোতে থাকেন। এক স্থানে গিয়ে দেখেন সোনার খাট যার চারিদিকে হীরা মতির মালা ঝুলছে। তার মাঝে অত্যাধিক সুন্দরী একটা মেয়ে বসে আছে। চাকর চাকরানীরা তাকে স্বাগত জানায় এবং তাকে ধরে ঐ মেয়েটির পাশে বসিয়ে দেয়।

তিনি প্রশ্ন করেন, এই মেয়েটি কে? তারা বলে, আপনার স্ত্রী। এ ছাড়া আরও একটি স্ত্রী আপনার আছে। সে আছে আপনারই অন্য এক প্রাসাদে। তখন তিনি মেয়েটিকে বলেন, তাহলে আজ রাতে আমি তোমার কাছে থাকবো। আগামী কাল তার কাছে যাবো। সেই মেয়েটি তখন বলে, আজ নয়। আজ তোমাকে দুনিয়াতে ফিরে যেতে হবে। উক্ত ব্যক্তি তখন বারবার বলতে থাকে আমি ফিরে যাবো না, আমি ফিরে যাবো না। মেয়েটি তখন বলে, আজ তো ফিরে যেতেই হবে তারপর তুমি তিন দিন দুনিয়ার জীবনে থাকবে। পরে তৃতীয় দিনে আমাদের সাথে ইফতার করবে।

পরবর্তী দিনগুলোতে সাঈদ ইবনুল হারিছ রোজা অবস্থায় সকালে উঠে সারাদিন বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে থাকেন। তৃতীয় দিনে মাগরিবের সময় হওয়ার আগ মুহুর্তে তিনি শহিদ হন। মৃত্যুর আগ মুহুর্তে তিনি মুচকি হেসে বলেন,

الحمد لله الذي صدقنا وعده

আল্লাহর প্রশংসা যে, তিনি তার ওয়াদা রেখেছেন।

অন্য একটি বর্ণানায় এসেছে, এক ব্যক্তি অত্যাধিক সলাত ও সওম পালন করতো। তার এক বন্ধু তাকে প্রশ্ন করে তুমি এত বেশি ইবাদত করার মনোবল কিভাবে পাও? সে তখন একটি চমকপ্রদ কাহিনী শোনায়। সে বলে,

আমি একদিন স্বপ্নে দেখলাম একটা সুন্দরী হুর চুল এলিয়ে হীরা

মতির একটি কামরার মধ্যে বসে আছে। তার গায়ের উপর রোপার পোশাক। সে যখনই দুলছে পোশাকটি তার সাথে দুলছে। সে আমাকে বলল,

جِدَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي طَلَبِي فَقَدْ وَاللَّهِ جَدَدْتُ فِي طَلَبِكَ

তুমি আমাকে পাওয়ার জন্য জোর প্রচেষ্টা করো কারণ আমিও তোমাকে পাওয়ার জন্য (আল্লাহর নিকট দোয়া করার মাধ্যমে) প্রচেষ্টা করছি।

এই কারণে আমি এতো বেশি ইবাদত করি। [সিফাতুল জান্নাহ]

এ ধরণের আরও অনেক কাহিনী রয়েছে। এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সব উল্লেখ করা সম্ভব নয়। এই সকল কাহিনীর সূত্র ধরে আমি নিজেও একটি স্বপ্ন দেখার কথা কল্পনা করলাম। আর সেটা কবিতার ভাষায় প্রকাশ করলাম। আল্লাহ আমাদের সবাইকে দুনিয়াতে স্বপ্নে আর আখিরাতে বাস্তবে এই ঘটনা চাক্ষুস করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

একটি স্বপ্ন

রাতের গভীরে,
ঘুমের বিভরে,
দেখি স্বপ্ন লোকে।
এক নদীর বাঁকে,
ঝর্ণার ছন্দপাতে।
কোনো এক সঙ্গী সাথে।
প্রভাতের সোনালী আভায়,
পূবালী শীতল হাওয়ায়,
পাখিদের সুমধুর কলতানে,
জান্নাতের কোনো ফুল কাননে।
হরিণী চোখের এক হুরের সনে,
একাকী নির্জনে, শুধু দুজনে,
মেতেছি মধুর প্রেম কথনে।
সে যেনো লাজুক মেয়ে,
মুখে ঘোমটা দিয়ে।
দেহটা মোড়া পর্দার ভাঁজে।

একটি স্বপ্ন

সেজেছে বধু বাসরার সাজে।
শুধু মুক্ত দুটি আখি,
আমি মুগ্ধ হয়ে দেখি।
চাহনীতে তার কি মায়া গাঁথা!
লুকিয়ে আছে কোনো গোপন কথা।
সেই মায়াবী দৃষ্টির মিষ্টি ছোয়ায়,
আমি মোহিত হয়ে অপলকে চাই।
নিজেকে সহ সব ভুলে যাই।
সে ছাড়া যেনো আর কিছু নাই।
শুধু মনে হয়, যদি যায় দেখা,
পর্দার অন্তরায় কিরূপ আছে আঁকা!
ভাবি, দিই ঘোমটা খুলে।
তবে মনটা ডেকে বলে,
ভয় হয় যদি লজ্জা পেয়ে,
লজ্জাবতীর মতো যায় গুটিয়ে?
হঠাৎ এক দমকা হাওয়া বয়ে

ওড়নাটা তার দেয় উড়িয়ে।
হায় হায় কিভাবে বোঝায়!
কি রূপ দেখেছি আমি তার চেহারায়!
যেনো পূর্ণিমা চাঁদ এলো কালো মেঘ ভেঙে।
পৃথিবীটা ছেয়ে গেলো সোনার রঙে।
কিংবা প্রভাতের রবি প্রথম আলো ফেলে,
লাল গোলাপের পাপড়ি দিলো মেলে।
অজানা আবেশে আনমনা হয় হিয়া।
দৃষ্টির পরশে বুলাই তার অপরূপ কায়া।
লাল দু'টি ঠোটে সদ্য গোলাপ ফুটে।
পক্ক আনার তার স্ফীত বক্ষপটে।
সব লজ্জা ভুলে মনের কথাটা খুলে বলি,
কি সুন্দর তুমি, যেনো আনার কলি।
কথাটা শুনে, সে আনমনে হাসে।
কি সুখ ভাসে মোর মনের আকাশে।
তার কাছে এগিয়ে এসে বলি,

একটি স্বপ্ন

প্রিয়া আমার! ওগো আনার কলি,
চলো আজ মোরা প্রমোদ করি গিয়ে।
প্রজাপতির মতো নেচে গেয়ে।
সে সুন্দরী মেয়ে বলে দূরে সরে গিয়ে,
এখনই তা নয়, হবে সঠিক সময়ে।
জান্নাতের বাগিচায় স্বপ্নের রাজে,
আপেক্ষার আছি মোরা বধুর সাজে।
যে আল্লাহকে ডরে, ভাল কাজ করে,
সেই পাবে মোরে মরণের পরে।
তখনই হঠাৎ ঘুম থেকে উঠে,
নিজেকে দেখি নিজেরই খাটে।
দেহটা পড়ে আছে মৃতের মতো।
আশাহত হয়ে বলি, যদি এটাই মৃত্যু হতো!
আল্লাহর কাছে হাত তুলে বলি, ওগো মহান,
মৃত্যুর পরে অমন জীবন আমায় করো দান।

কল্পনায় ভ্রমণ

জান্নাতীরা জান্নাতে পাখাওয়ালা ঘোড়ায় চড়ে দূর থেকে বহু দূরে ভ্রমণ করবে একথা হাদীসে বলা হয়েছে। একটি হাদীসে এসেছে, একজন ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ কে প্রশ্ন করলো, হে আল্লাহর রাসুল আমি তো ঘোড়া খুব পছন্দ করি। জান্নাতে কি কোনো ঘোড়া থাকবে? রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন,

إِنِ اللَّهُ أَدْخَلَكَ الجَنَّةَ، فَلَا تَشَاءُ أَنْ تُحْمَلَ فِيهَا عَلَى فَرَسٍ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ يَطِيرُ بِكَ فِي الجَنَّةِ حَيْثُ شِئْتَ إِلَّا فَعَلَتْ

যদি তুমি জান্নাতী হও আর ইচ্ছা করো একটা ইয়াকুতের ঘোড়ায় চেপে আকাশে উড়ে জান্নাতের যেখানে খুশি ঘুরে বেড়াবে তবে তাই হবে।

একথা শুনে অন্য আরেকজন বলল, হে আল্লাহর রসুল ﷺ জান্নাতে কি কোনো উট থাকবে? রসুলুল্লাহ ﷺ তখন বললেন,

إِنْ يُدْخِلْكَ اللَّهُ الجَنَّةَ يَكُنْ لَكَ فِيهَا مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ

তুমি যদি জান্নাতী হও তবে তোমার মন যা চায় আর যাতে তোমার চক্ষু শীতল হয় এমন সব কিছুই সেখানে পাবে। [তিরমিযী]

সে হিসেবে আমরা বলতে পারি বর্তমান যুগে যেসব আধুনিক যানবাহন দেখা যায় কেউ ইচ্ছা করলে সেসবও জান্নাতে পাবে। বরং এমন অনেক বিষয় সেখানে থাকবে যা মানুষের কল্পনায়ও আসে না। এটা গেলো ভ্রমণের বাহন সম্পর্কে কথা। এখন ভ্রমণের স্থান

সম্পর্কে কিছু কথা বলি। দুনিয়াতে মানুষ বছরান্তে যেসব স্থানগুলোতে ভ্রমণ করে তার কোনোটিই কিন্তু তার নিজের নয়। সবই অন্যের জায়গা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এসব জায়গা কারও ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভূক্ত নয় বরং রাষ্ট্রের সম্পত্তি হিসেবে গণ্য। জান্নাতে কোনো ব্যক্তিকে এতো বিশাল জায়গা দেওয়া হবে যে, সেগুলো ঘুরে দেখে শেষ করা হয়তো অনন্তকালের জীবনেও সম্ভব নয়। যদি না আল্লাহ অন্য কোনো উপায়ে সেটা সহজ করে দেন। একটি হাদীসে এসেছে, সর্বনিম্ন জান্নাতিকে আল্লাহ বলবেন,

اذْهَبْ فَادْخُلِ الجَنَّةَ، فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا وَعَشَرَةَ أَمْثَالِهَا

যাও জান্নাতে প্রবেশ করো। তোমাকে দুনিয়া এবং তার সাথে তার দশ গুণ প্রদান করা হলো। [বুখারী]

এই হিসেবে আমরা ধরে নিতে পারি, একজন মানুষ অনন্ত কাল ধরে জান্নাতে যেসব দর্শনীয় স্থানে ভ্রমণ করবে সেগুলো তার নিজের মালিকানার মধ্যেই গণ্য। অনুমতি সাপেক্ষে অন্যের এলাকাতে ভ্রমণ করা অবশ্যই যাবে। তবে নিজের জায়গা নিজে ঘুরে দেখার আনন্দটা কত বড় সেটা বলাই বাহুল্য।

যার দু'দশ বিঘা ফাঁকা জমিন আছে যখন জমির এক কোনে দাঁড়িয়ে সে দৃষ্টি দেয় সেই ফাঁকা জমিন দেখেও তার বুকটা ভরে যায়। তাহলে কেমন হবে, যদি দুনিয়ার দশগুন এলাকা তাকে দেওয়া হয়! তাও আবার প্রতি ইঞ্চি মাটি সবুজ গাছ গাছালি, ফল-ফুল, সুন্দর

পশু পাখি, নদী, ঝরনা ইত্যাদি দর্শনীয় বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকে! সেই সাথে অত্যন্ত মনোরোমভাবে সাজ সজ্জা করা হয়! রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন,

لَوْ أَنَّ مَا يُقِلُّ ظُفُرٌ مِمَّا فِي الجَنَّةِ بَدَا لَتَزَخْرَفَتْ لَهُ مَا بَيْنَ خَوَافِقِ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ

জান্নাতের এক নখ পরিমাণ স্থানে যা আছে যদি তা প্রকাশ পায় তবে দিগন্ত জোড়া আকাশ আর প্রশস্ত জমীন তা দ্বারা সাজিয়ে ফেলা যাবে। [মিশকাত]

এই সুবিশাল সাজানো ভুবন দেখতে কেমন লাগবে! সেই সাথে কেমন হবে যদি সেই বিশাল রাজ্যের এখানে সেখানে জানা না জানা চাকর বাকর প্রস্তুত থাকে। সুন্দরী বালিকারা প্রেম নিবেদন করার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে!

সন্দেহ নেই যে, একজন জান্নাতী যখন দৃষ্টি দেবে তখন সে এই সব নেয়ামতে পরিপূর্ণ সুবিশাল এক রাজ্য দেখতে পাবে যেখানে সবই তার। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا} [الإنسان: ٢٠]

যখন আপনি সেখানে দৃষ্টি দেবেন নিয়ামতে পরিপূর্ণ এক সুবিশাল রাজ্য দেখতে পাবেন। [ইনসান/২০]

মু'জামে আওসাতে ইমাম তাবারানী বর্ণনা করেন, একজন হাবশী নিগ্রো ব্যক্তি রসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট প্রশ্ন করল,

وَهَلْ تَرَى عَيْنِي فِي الْجَنَّةِ مِثْلَ مَا تَرَى عَيْنُكَ

হে আল্লাহর রাসুল ﷺ জান্নাতে আপনি যা দেখবেন আমিও কি তা দেখতে পাবো?

রসুলুল্লাহ ﷺ বললেন, হ্যাঁ। একথা শুনে সেই হাবশী ভীষণভাবে কাঁদতে থাকে এমনকি শেষ পর্যন্ত সে মারা যায়।

জান্নাতের এইসব চমৎকার বর্ণনা শুনে যে বিশ্বাস করে তার অন্তরে এমন প্রভাব পড়াটাই স্বাভাবিক। দুনিয়ার এক লক্ষ টাকার লটারী পাওয়ার কথা শুনে যদি কোনো মানুষ বেহুশ হয়ে মারা যেতে পারে তবে জান্নাতের এই সুবিশাল নেয়ামতের কথা শুনলে এ ধরনের প্রতিক্রিয়া হবে তাতে অবাক হওয়ার কি আছে!

যাই হোক, এখানে মূল বিষয় হলো, জান্নাতের মধ্যে প্রতিটি জান্নাতী যত দূর দৃষ্টি যায় নেয়ামতে পরিপূর্ণ এক বিশাল রাজ্য দেখতে পাবে। এখানে সর্বাপেক্ষা মজার ব্যাপারটি হলো, সে যা দেখবে সবকিছুর মালিক স্বয়ং সে। পরের সম্পদ নয়।

ধরে নেওয়া যাক, একটা অতীব সুন্দরী প্রমিকাকে পাশে বসিয়ে নিয়ে অত্যাধিক সুন্দর একটা গাড়িতে বসে কোনো নদী বা সমুদ্রের পাশে একটি লম্বা রাস্তা ধরে সে হাজার মাইল বেগে এগিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার এক পাশে সারি সারি পাহাড় আর ঝরনা। অন্য পাশে নদী। মাঝে মাঝেই সুন্দর সুন্দর রাজপ্রাসাদ দেখা যাচ্ছে। যাকে ঘিরে আছে ফুল বাগান। আকাশে পড়ন্ত বিকেলের সূর্য বা পূর্ণিমা চাঁদ

ঝলমল করছে। কেমন হবে এ ভ্রমণ! নিঃসন্দেহে অত্যন্ত মজাদার! সেই মজা হাজার গুণে বৃদ্ধি পাবে যখন জানবে যা কিছু চোখে পড়ছে সব কিছুর মালিক শুধু সে অন্য কেউ নয়। কি চমৎকার! তাই না? এই চমৎকার বিষয়টি কল্পনা করেই কল্পনায় ভ্রমণ কবিতাটি লেখা হয়েছে।

দেখি, কল্পনায় ভেসে জান্নাতের দেশে,
আমি ভ্রমণ করছি এক রাজার বেশে।
কোনো এক দ্রুতগামী যানে, হাজার মাইল বেগে,
যেনো ছুটছি এক টানে, বাতাসের আগে আগে।
আমি বসে আছি, চালকের আসনে।
অপলকে চেয়ে আছি দিগন্ত পানে।
যেখানে আকাশ নেমে এসে,
গেছে মাটির সাথে মিশে।
আমার পাশে বসে এক সুন্দরী প্রেয়সী,
বারে বারে বলছে মোরে তোমায় ভালবাসি।
রাস্তার ডানে সসম্মানে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের সারি।
তার সবুজ বক্ষ চিরে নামে ঝরনার বারি।
বাম দিকে একে বেঁকে বয়ে চলে নদীর পানি।
তার কুল কুল ধ্বণীতে যেনো জাদুর সম্মোহনী।
আকাশের বুকে লকলকে এক ফালি চাঁদ।
অদূরে বাগিচার ধারে বাহারী প্রাসাদ।

ভাবি এ কোথা আমি কোন স্বপ্নের দেশে?
কেনোই বা আছি আমি রাজার বেশে?
এই গাড়ি, সুন্দরী নারী, এগুলো কার?
এই প্রাসাদটা কার, কেই বা মালিক বাগিচার?
আমার মনের কোঠোরে বলে মোলায়েম সুরে
এখানে সবই তোমার, দৃষ্টি যায় যত দূরে।
গাড়ির ভিতরে বসা সুন্দরী বালিকা,
সেতো কিছু নয় শুধু তোমার সেবিকা।
ঐ বাগান বাড়ি, পাহাড়ের সারি, ঝরনার ফোয়ারা,
দিগন্ত জোড়া আকাশ আর নদীর স্রোতধারা,
ঐ রাঙা চাঁদ, বাহারী প্রাসাদ, এই লম্বা রাস্তা খানা,
সবই তোমার, যাও যেথা সাধ, নেইকো কোনো মানা।
সুবিশাল এই সাজানো ভুবন।
জান্নাতীদের এমনই জীবন।
তাই বলি ভাই, সবে আমল করে,
এমন জীবন, নিতে হবে গড়ে।

ভয়

এই গ্রন্থে এটা একটু ভিন্ন ধর্মী কবিতা। এতক্ষণ কবিতাতে কেবল আশার কথাই বলা হয়েছে। জান্নাতের চাওয়া পাওয়া নিয়েই শুধু কল্পনা করা হয়েছে। এখানে একটু উল্টো দিক থেকে চিন্তা করা হয়েছে। এখানে চিন্তাটা পাওয়ার বদলে না পাওয়া নিয়ে। নিজের বোকামীর কারণে এই সুখের জীবন যদি হারিয়ে যায় তবে তা যে কত বড় ক্ষতি সেটাই এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এত নাজ নেয়ামত, গাড়ি বাড়ি, আমোদ প্রমোদ, আল্লাহর সাথে সাক্ষাত এসব থেকে বঞ্চিত হয়ে যদি আমলের দোষে কেউ জাহান্নামী হয়ে যায় তবে তার অবস্থা কেমন হবে সেটাই এই কবিতার বিষয়বস্তু। এ বিষয়ে আমার চিন্তার সূত্র হলো পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত এবং রসুলুল্লাহ ﷺ এর কয়েকটি হাদীস। মহান রব্বুল আলামীন বলেন,

{إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} [الزمر: ১৫]

প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই যারা কেয়ামতের দিন নিজেকে এবং নিজের পরিবারকে হারায়। এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। [যুমার/১৫]

এই আয়াতে সংক্ষেপে একজন জাহান্নামীর অবস্থা তুলে ধরা হয়েছে। যে জাহান্নামী হওয়ার কারণে জান্নাতের সুখের স্থান হারিয়ে ফেলে এবং জান্নাতে তার জন্য যে পরিবার তথা স্ত্রী প্রস্তুত রাখা

হয়েছিল সেটা থেকে বঞ্চিত হয়।

একটি হাদীসে বিষয়টি বিস্তারিত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্ণিত আছে রসুলূল্লাহ ﷺ বলেন,

مَا مِنْ أَحَدٍ يُدْخِلُهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ، إِلَّا زَوَّجَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً، ثِنْتَيْنِ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ، وَسَبْعِينَ مِنْ مِيرَاثِهِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ

যে ব্যক্তিই জান্নাতী হবে আল্লাহ তাকে বাহাত্তর জন স্ত্রীর সাথে বিবাহ দেবেন। দুই জন স্ত্রী তার নিজের আর বাকী সত্তর জন যারা জাহান্নামী হয়েছে তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল জান্নাতীরা তাদের উত্তরাধিকার হবে। [ইবনে মাযাহ]

অন্য হাদীসে এসেছে,

لاَ يَدْخُلُ أَحَدٌ الجَنَّةَ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ لَوْ أَسَاءَ، لِيَزْدَادَ شُكْرًا، وَلاَ يَدْخُلُ النَّارَ أَحَدٌ إِلَّا أُرِيَ مَقْعَدَهُ مِنَ الجَنَّةِ لَوْ أَحْسَنَ، لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً

যে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে খারাপ আমল করলে সে জাহান্নামের কোথায় থাকতো তা তাকে দেখানো হবে যাতে সে আল্লাহর প্রতি অধিক কৃতজ্ঞ হয়। আর যে কেউ জাহান্নামী হবে ভাল আমল করলে তাকে জান্নাতের কোথায় রাখা হতো তা তাকে দেখানো হবে যাতে সে অধিক কষ্ট পায়। [সহীহ বুখারী]

ইমাম কুরতুবী ؒ ইবনে আব্বাস ؓ থেকে বর্ণনা করেন,

لَيْسَ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَقَدْ خَلَقَ اللَّهُ لَهُ زَوْجَةً فِي الْجَنَّةِ، فَإِذَا دَخَلَ النَّارَ خَسِرَ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ

এমন কোনো লোক নেই যার জন্য আল্লাহ জান্নাতে একজন স্ত্রী সৃষ্টি করেননি। যদি সে জাহান্নামী হয় তবে সে তাকে হারিয়ে ফেলে।

তিনি আরও বলেন,

فَمَنْ عَمِلَ بِطَاعَةِ اللَّهِ كَانَ لَهُ ذَلِكَ المنزل والأهل إلى ما كَانَ لَهُ ذَلِكَ

যে ভাল আমল করে জান্নাতী হবে সে নিজের পরিবার ও বাসস্থানের সাথে সাথে জহান্নামীদের পরিবার ও বাসস্থানের মালিক হবে।

এরপর তিনি এই আয়াতটি উল্লেখ করেন, (أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ) নেককার লোকেরা সেদিন উত্তরাধিকার হবে। [মু'মিনুন/১০]

[তাফসীরে কুরতুবী]

এভাবে নিজের বাসস্থান এবং পরিবার পরিজনকে হারিয়ে ফেলাটা কতটা দুঃখজনক হতে পারে তা সহজেই অনুমেয়। সত্যিকার অর্থে জান্নাতে বিশ্বাস করে এমন একজন ব্যক্তি এ ধরণের পরিস্থিতির কথা চিন্তা করে কতটা চিন্তিত হতে পারে সেটাও অত্যন্ত স্পষ্ট। **'ভয়'** নামক কবিতায় সেই হারানোর ভয়কে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

ভয়

মাঝে মাঝে ভয় হয়,
না পাওয়ার ভাবনায়।
ভাগ্য আমার কি থাকবে সাথে,
জান্নাতী রাজ্য আসবে হাতে?
সর্ব সুখের সেই মজার দেশে,
ঘুরবো আমি এক রাজার বেশে!
রবের সাথে মোর হবে মোলাকাত,
মধুর কণ্ঠে তার শুনবো আয়াত!
জান্নাতের কোনো রাজ মহলে,
থাকবো আমি এক আসনে হেলে!
সুন্দরী বালিকা প্রেমিকা হয়ে,
বসবে পাশে তার মাথাটা নুয়ে!
যা ছিল বাসনা স্বপ্ন লোকে,
বাস্তবে সব তা দেখবো চোখে।
নাকি উল্টো পথেই হাটবো শেষে,
মরণ তখন মোরে ধরবে এসে।

ভয়

সব আশা সহসা ফুরিয়ে যাবে।
সেই স্বপ্ন ভুবন কোথা হারিয়ে যাবে।
ঠিকানা হবে এক আগুনের ঘর।
জীবন হবে সেথা খুব ভীতিকর।
মনের কোনে যার স্বপ্ন বুনে,
ভাসছি এখন আমি সুখের বানে।
সেই সব আশাগুলো হতাশা হয়ে,
কাটার মতোন করে বিঁধবে গায়ে।
ভাবনা যখন আসে মনের মাঝে,
বেদনায় আখিদ্বয় পানিতে ভেজে।
সব হারানোর সেই ভয়েই তখন,
ক্রন্দন করে এ বে-কারার মন।
না দেখে যাকে আজ ভালবেসেছি,
বুকের মাঝে যার ছবি এঁকেছি।
বারবার যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে,
প্রেমের কবিতা কত দিয়েছি লিখে।

ভয়

সেই প্রিয়া আমার বুঝি যায় হারিয়ে!
তার সাথে মোর আর হবে না বিয়ে।
টানা টানা দুই খানা হরিণী চোখে,
একটানা তাকাবে না আমার দিকে।
এলোমেলো চুলগুলো এলিয়ে দিয়ে,
নির্জনে ভাববে না আমাকে নিয়ে।
বুকের উপর তার মাথাটা রেখে,
ভালবাসি বলবে না লাজুক মুখে।
মাথার কাছে বসে মধুর স্বরে,
গান গেয়ে শোনাবে না আমার তরে।
জান্নাতী বাগিচার রাজ প্রাসাদে
একাই থাকবে সে আমাকে বাদে।
আমার কথা সব ভুলিয়ে দিয়ে,
অন্য ঘরেই তার হবে বিয়ে।
আজীবনে হয়ে যাবে অন্য কারও।
ক্ষতিটা আমারই হবে অনেক বড়ো।

ভয়

সোনা রোপার সেই প্রাসাদগুলো,
অন্য কেউ তাতে জ্বালবে আলো।
আমি যদি জান্নাতী না হই তবে,
আমার যা ছিল সব লোকের হবে।
সুমহান রব মোরে দেবে না দেখা।
তার সাথে জান্নাতে হবে না থাকা।
এভাবে যদি মোর হয় গো মরন,
এমন ক্ষতির কোনো নেইকো পূরণ।
তাই তো এ জীবন গড়তে হবে।
রবের বিধান মেনে চলতে হবে।
দোয়া করে বলি তাকে, আমার তরে,
ফেরদাউসে যেনো প্রাসাদ গড়ে।
আমার স্বপ্ন যেনো না হয় মিছে।
জান্নাতে রেখো প্রভু তোমার কাছে।
হারানোর বেদনা না পায় যেনো।
কষ্ট সেথায় তুমি দিয়ো না কোনো।

বনভোজন

একটি হাদীসে এসেছে,

إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَنَّةَ، قَالَ: فَيَشْتَاقُ الْإِخْوَانُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَيَسِيرُ سَرِيرُ ذَا إِلَى سَرِيرِ ذَا، وَسَرِيرُ ذَا إِلَى سَرِيرِ ذَا حَتَّى يَجْتَمِعَا فَيَبْكِي ذَا وَيَبْكِي ذَا يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ تَعْلَمُ مَتَى غَفَرَ اللَّهُ لَنَا، فَيَقُولُ صَاحِبُهُ: نَعَمْ يَوْمَ كُنَّا فِي مَوْضِعِ كَذَا وَكَذَا فَدَعَوْنَا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَغَفَرَ لَنَا

যখন জান্নাতীরা জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন দুনিয়াতে যারা বন্ধু ছিল তাদের একে অপরের দেখতে ইচ্ছা হবে। সাথে সাথে এর খাট আর ওর খাট এক জায়গায় চলে আসবে এবং তারা একে অপরের সাথে সাক্ষাত করবে। তখন তারা উভয়ে কাঁদবে। একজন অন্যজনকে বলবে তোমার কি মনে আছে কোন কারণে আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করেছেন? সে বলবে হ্যাঁ। আমরা অমুক স্থানে ছিলাম। তখন আমরা আল্লাহর নিকট দোয়া করেছিলাম। তাই তিনি আমাদের ক্ষমা করে দিয়েছেন।

[সিফতুল জান্নাহ, ইবনে আবিদ্দুনিয়া]

বাইহাক্বী ﵀ আল-বা'স ওয়ান নুশুর নামক গ্রন্থেও হাদিসটি বর্ণনা করেছেন। সেখানে অতিরিক্ত এসেছে,

فَيَتَحَدَّثَانِ مَا كَانَ بَيْنَهُمَا فِي دَارِ الدُّنْيَا

তখন তারা একে অপরের সাথে দুনিয়ার জীবনে তাদের মধ্যে কি

ঘটেছিল সে সম্পর্কে আলোচনা করবে।

দেখা যাচ্ছে বন্ধুরা জান্নাতে গিয়েও একে অপরকে ভুলতে পারবে না। তারা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করবে এবং একে অন্যের সাথে দুনিয়ার জীবনে কে কি করতো তা নিয়ে আলোচনা করবে।

আল্লাহ যদি আমাকে জান্নাত দেন তবে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে একটি বনভোজনের আয়োজন করলে তার চিত্র কেমন হতে পারে সেটা আমি এই কবিতার মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছি। পাঠক এই আলোকে নিজের পরিচিতজনদের সম্পর্কে নিজেই কল্পনা করতে পারেন। জান্নাত নিয়ে যত বেশি কল্পণা করা যায় ততই কল্যাণ।

আরেকটা কথা। রান্না-বাড়া ছাড়া তো বনভোজন হতে পারে না! বিশেষ করে যদি রান্না-বাড়া নিজেরা না করা যায় তবে তাতে পরিপূর্ণ আনন্দ পাওয়া সম্ভব নয়। জান্নাতে অবশ্য রান্না-বাড়া বা অন্য কোনো কষ্টদায়ক কাজ কাউকে করতে হবে না তবে যদি কেউ স্বেচ্ছায় করতে চায় আল্লাহ তাদের সুযোগ দেবেন।

হাদীসে এসেছে, রসুলুল্লাহ ﷺ বলেন, জান্নাতে একজন ব্যক্তি বলবে হে আল্লাহ আমি চাষ করবো। আল্লাহ তাকে বলবেন, তোমার চাষ করার দরকার কি? তোমার সকল প্রয়োজন তো আমি মিটিয়েই দিয়েছি। কিন্তু সে নাছড়বান্দা হয়ে বলবে,

بَلَى، وَلَكِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَزْرَعَ

আমার চাষ করতে ইচ্ছা করছে।

তখন আল্লাহ তাকে বীজ দেবেন, আর সে চাষ করবে। [বুখারী]

অতএব, যদি আমরা বন্ধুবান্ধবরা মিলে নিজে হাতে রান্না করে বনভোজন করতে চায় সে সুযোগ নিশ্চয় পাওয়া যাবে। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

বনভোজন এই কবিতায় জান্নাতী পরিবেশে এ ধরনের একটি বনভোজনের চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।

বনভোজন

আমরা যারা বন্ধু হেথা দুনিয়ার জীবনে,
একটা কথা স্মরণ করো চিন্তার ভুবনে।
মনে করো, আমরা সবাই জান্নাতে আছি।
বিনোদনে ব্যস্ত থেকে সবার ভুলে গেছি।
হঠাৎ করে কারও মনে সবার স্মরণ আসে।
বনভোজনে সবার ডাকে নিজের বাসার পাশে।
দা'ওয়াত পেয়ে খুশি হয়ে সবাই তখন ভাবে,
বন্ধু ছেড়ে কেমন করে ছিলাম মোরা সবে।
সঠিক দিনে তারা সবাই হাওয়াই জীপে চড়ে,
বনভোজনে হাজির হলো আকাশ দিয়ে উড়ে।
সময় মতো শত শত বন্ধুরা সব এলো।
রুটিন মতো যে যার কাজে লিপ্ত হয়ে গেলো।
চাকর বাকর ছুটি দিয়ে একাই মোরা আছি।
রান্না-বাড়া করবো মোরা পণ করেছি আজি।
কয়েকজনাই চুলা বানায় সোনা রোপার ইটে।
সেই চুলাতে আগুন জ্বালায় হীরা মতির কাঠে।

মজার খাবার রান্না করে তারা সবাই মিলে।
বাতাসে তার সুবাস এসে নাকের কাছে দোলে।
ছাগল একটা জবাই করে হচ্ছে ঝোড়া কুটা।
একটি দলে মিলে জুলে সামলাচ্ছে সেটা।
হাসির ছলে কেউবা বলে ভন্ড পীরের ওয়াজ।
তার পাশে কজন বসে দিচ্ছে হাসির আওয়াজ।
কেউবা আছে নিরব বসে ভাবছে কিছু মনে।
কবির মতো আছে যেনো গভীর কোনো ধ্যানে।
কেউ একটা ক্যামেরা নিয়ে এদিক সেদিক গিয়ে,
যার তার ছবি তোলে সেই ক্যামেরা দিয়ে।
কজন মিলে গজল বলে সবাই এক সাথে
গজল শুনে মনটা যেনো ভীষণ সুখে মাতে।
শ্রোতা সবাই তাদের সাথে সুর মিলিয়ে চলে।
আসরটা জমায় তারা মায়াবী এক তালে।
খাওয়ার সময় কেউ একজন হাত তুলে বলে,
আগামীতে আমার বাড়ি আসবে সবাই চলে।

বনভোজন

আমোদ করি সবাই মোরা বনভোজনে এসে।
যার যার বাড়ি ফিরি খাওয়া দাওয়া শেষে।
স্ত্রীরা সবাই বাড়ি বসে কালো মুখে,
অভিমানে রাগে ফোঁসে মোদের সুখ দেখে।
তাদের বলি রাগো কেনো? মন যদি বলে,
বনভোজন করতে পারো বান্ধবীরা মিলে।
এমন যদি জীবন হয় কেমন হবে বলো?
ভালো কাজ করে সবে জান্নাতে চলো।



মজার দেশ

এই কবিতাটি অন্যান্য কবিতার চেয়ে একটু ভিন্ন। এখানে কল্পনার কোনো স্থান নেই। এখানে যা কিছু বলা হয়েছে সবই কুরআন-হাদিস দ্বারা প্রমাণিত। এক কথায় বলা যায়, এটা আমার **‘কবিতায় জান্নাত’** বইয়ের সংক্ষিপ্ত রূপ। জান্নাতের ব্যাপারে চমকপ্রদ বিষয়াবলীকে এই কবিতায় সংক্ষেপে তুলে ধরা হয়েছে। যাতে পাঠকের মনের মধ্যে সেগুলো দৃঢ়ভাবে গেঁথে যায়। আল্লাহ যেনো আমাদের সবাইকে সেই স্বপ্নের দেশে যাওয়ার তৌফিক দান করেন। আমীন।

জান্নাতের জীবনটা ভাই কল্পনায় আনো।
সময় কাটে বিনোদনে ঘাটতি নেইকো কোনো।
বাবা ছেলে, নাতি পোতি সবার বয়স এক।
এটা কেমন ভুবন রে ভাই ভেবে হতবাক!
অফুরন্ত যৌবনটা অনন্ত কাল ধরে।
জীবন রবে পরিপূর্ণ নেয়ামতে ভরে।
অসুখ বিসুখ নেইকো মোটে নেইকো কোনো ক্ষতি।
কষ্ট ক্লেশ দুঃখ ব্যাথার নেইকো কোনো ভীতি।
ভ্রমণ করে ঘোড়ায় চড়ে আকাশ মাঝে উড়ে।
আতর মাখা বাতাস এসে গায়ের উপর পড়ে।
যেথায় খুশি যত দূরে যখন তখন যায়।
কোনো কিছুই নেইকো বাঁধা, নেইকো অন্তরায়।
খাবার খায় ফল মূল, আরও কত কি!
আপনা থেকে ভাজা হয়ে উড়ে আসে পাখি।
একটা ডালিম অনেক বড় সদলবলে খাবে।
যার যেটা ভাল লাগে হাতের কাছে পাবে।

মেঘ থেকে নেমে আসে সুন্দরী সব মেয়ে।
চেয়ার পেতে বসে থাকে নদীর ধারে গিয়ে।
সুন্দরী সব হুরপরীরা ফুলের মতো ফোটে।
হাতের উপর হাত দিলে জ্যান্ত হয়ে ওঠে।
অনেক বড় মেলা বসে হাট বাজারের মতো।
যা চায় বিনা টাকায় কিনবে শত শত।
বাগান রবে বাড়ির পাশে ঝর্ণা রবে সাথে
ঝর্ণাটা সরে যাবে হাতের ইশারাতে।
জান্নাতে বয়ে চলে কত রকম নদ।
দুধের নদী, মধুর নদী আরও আছে মদ।
ছোট ছোট বালক ছেলে জগ নিয়ে ঘোরে।
মুখ থেকে তাদের যেনো মুক্তা ঝরে পড়ে।
যা-ই চায় সব পায় দারুণ মজার দেশ।
এই জীবন না পেলে সকল মজা শেষ।



লেখকের অন্যান্য বই

*** গ্রন্থাবলী:**

১. আল-ইতকান ফী তাওহীদ আর-রহমান (তাওহীদ সম্পর্কে)
২. আদ-দালালাহ্ আ'লা বিদয়াতে দ্বলালাহ্ (বিদয়াত সম্পর্কে)
৩. ভেজালে মেশাল (গণতন্ত্র সম্পর্কে ইসলামের রায়)
৪. মাজহাব বনাম আহলে হাদীস
৫. আসবাবুল খিলাফ ওয়াল জাব্বু আনিল মাজাহিবিল আরবায়া (আরবী)
৬. নাফউল ফারীদ ফী জিল্লি বিদাইয়াতিল মুজতাহিদ (উসুলে ফিকহ)
৭. হুসাইন ইবনে মানছুর আল-হাল্লাজ; কথা ও কাহিনী
৮. হরিণ নয়না হুরদের কথা (জান্নাতের স্ত্রীদের বর্ণনা)
৯. আল-ই'লাম বি হুকমিল কিয়াম (কারো সম্মানে দাঁড়ানো বা মীলাদে কিয়াম করার বিধান)
১০. চাঁদ দেখা প্রসঙ্গে
১১. ডাঃ জাকির নায়েক সম্পর্কে কিছু কথা
১২. আত-তাবঈন ফী হুকমিল উমারা ওয়াস সালাতীন
১৩. দরবারী আলেম
১৪. মারেফাত
১৫. লাইলাতুল বারায়াহ্
১৬. হিদায়া কিতাবের অপূর্ব হেদায়েত (প্রফেসর শামসুর রহমান লিখিত 'হিদায়া কিতাবের একি হিদায়াত!!" বইয়ের জবাব)

*** রিসালাহ্ (সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ):**

১৭. ছোটদের আক্বাইদ
১৮. সংক্ষেপে যাকাতের মাসয়ালা মাসায়েল
১৯. তারাবীর সলাতে পারিশ্রমিক গ্রহণের বিধান (আরবী)
২০. মাসায়িলুল ই'তিকাফ (আরবী)
২১. সংশয় নিরসন

*** ইসলামী উপন্যাস ও কবিতা:**

২২. আরব মরুতে শিক্ষা সফর (গণতন্ত্রর স্বরূপ উম্মোচন)
২৩. মৃত্যুদূত (মৃত্যুর ভয়াবহতা ও মৃত্যুর পরের জীবন)
২৪. কল্পিত বিজ্ঞান (বিবর্তবাদ ও নাস্তিকতার খন্ডায়ন)
২৫. পরিবর্তন (নিজের জীবন ও সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার সংকল্প)
২৬. ছোটনের রোজী আপু (কিশোর উপন্যাস)
২৭. সান্টু মামার স্কুল (কিশোর উপন্যাস)
২৮. কবিতায় জান্নাত (কবিতার ছন্দে জান্নাতের বর্ণনা ও ব্যাখ্যা)
২৯. নাস্তিকতার অসারতা (গল্পের সাহায্যে নাস্তিকদের মতবাদ খন্ডায়ন)
৩০. বায়াত (রসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন, "বায়াত বিহীন মৃত্যু জাহেলিয়াতের মৃত্যু" কোন বায়াত? কিসের বায়াত?? কার হাতে বায়াত???)

*** ভাষা শিক্ষা:**

৩১. তাইসীরুল ক্বওয়ায়িদ (আরবী গ্রামার)
৩২. আরাবিয়্যাতুল আতফাল (ছোটদের আরবী শিক্ষা)

প্রকাশের অপেক্ষায়

১. শান্তি ও সন্ত্রাস (গবেষণা গ্রন্থ)　২। ইনসাফ (গবেষণা গ্রন্থ)
৩। সাজির সাজানো ঘর (ছোটদের উপন্যাস) ৩। কবিতায় নবীর কথা (কাব্যগ্রন্থ)